অষ্টম অধ্যায়

ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ভগবান নৃ-কেশরী রূপে সেই দৈত্যের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাকে সংহার করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশে সমস্ত দৈত্যনন্দনেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এই অনুরাগ যখন প্রকট হয়, তখন তাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক অত্যন্ত ভীত হয়, কারণ এইভাবে ছেলেরা ভগবানের প্রতি ক্রমশ আরও অনুরক্ত হয়ে উঠছে। নিতান্ত অসহায় হয়ে তারা হিরণ্যকশিপুর কাছে প্রহ্লাদের প্রচারের প্রভাব সবিস্তারে বর্ণনা করে। সেই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে বধ করতে মনস্থ করে। হিরণ্যকশিপু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর আসুরিক পিতার চরণে নিপতিত হয়ে, নানাভাবে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কৃতকার্য হননি। হিরণ্যকশিপু ছিল এক মহা-অসুর এবং সে নিজেকে ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে শুরু করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ভীকভাবে তাকে জানান যে, সে ভগবান নয়, এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করে তিনি বলতে থাকেন যে, ভগবান সর্বব্যাপক, সব কিছুই তাঁর অধীন এবং কেউই তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহৎ নন। এইভাবে তিনি তাঁর পিতাকে সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাগত হতে অনুরোধ করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ যতই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন, সেই দৈত্য ততই ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হতে থাকে। হিরণ্যকশিপু তার বৈষ্ণব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর ভগবান প্রাসাদের স্তম্ভের মধ্যে রয়েছেন কিনা, প্রহ্লাদ মহারাজ তৎক্ষণাৎ তার উত্তরে বলেন যে, ভগবান যেহেতু সর্বত্রই বিরাজমান, তাই তিনি সেই স্তম্ভের মধ্যেও রয়েছেন। সেই বালকের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু তাচ্ছিল্যভরে সবেগে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করে।

হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে আঘাত করা মাত্রই সেখান থেকে এক ভয়ঙ্কর শব্দ নির্গত হয়। প্রথমে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু স্তম্ভটি ছাড়া আর অন্য কিছুই দেখতে পায়নি, কিন্তু প্রহ্লাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য ভগবান সেই স্তম্ভ থেকে এক

অদ্ভুত নরসিংহমূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসেন। হিরণ্যকশিপু তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে, ভগবানের সেই অতি অদ্ভুত রূপ তার মৃত্যুর কারণরূপে প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাই সেই নরসিংহমূর্তির সঙ্গে সে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। ভগবান কিছু কাল ধরে সেই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধলীলা-বিলাস করেন, এবং সন্ধ্যাকালে দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে ভগবান সেই দৈত্যকে তাঁর অঙ্কে স্থাপনপূর্বক তাঁর নখের দ্বারা তার উদর বিদীর্ণ করে তাকে সংহার করেন। ভগবান কেবল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকেই সংহার করেননি, তিনি তার বহু অনুচরদেরও সংহার করেন। যখন যুদ্ধ করার মতো আর কেউ ছিল না, তখন ভগবান ক্রোধে গর্জন করতে করতে হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন।

এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হিরণ্যকশিপুর উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তখন ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ, মনু, প্রজাপতি, গন্ধর্ব, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতালিক, কিন্নর আদি বিভিন্ন মনুষ্যরূপী জীবগণ ভগবানের কাছে আসেন। তাঁরা সকলে ভগবানের অনতিদূরে দণ্ডায়মান হয়ে, সিংহাসনে সমাসীন চিন্ময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

অথ দৈত্যসুতাঃ সর্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্ ।
জগৃহুর্নিরবদ্যত্বান্নৈব গুর্বনুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **অথ**—তারপর; **দৈত্য-সুতাঃ**—দৈত্যনন্দনগণ (প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীগণ); **সর্বে**—সকলে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তাঁর দ্বারা (প্রহ্লাদ); **অনুবর্ণিতম্**—ভগবদ্ভক্তির বর্ণনা; **জগৃহুঃ**—স্বীকার করেছিল; **নিরবদ্যত্বাৎ**—সেই উপদেশের শ্রেষ্ঠ উপযোগের ফলে; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **গুরুঃ-অনুশিক্ষিতম্**—যা তাদের শিক্ষকেরা শিখিয়েছিল।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন, সমস্ত দৈত্যনন্দনেরা প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছিল, এবং তারা তাদের শিক্ষক ষণ্ড ও অমর্কের বৈষয়িক উপদেশ গ্রহণ করেনি ।

তাৎপর্য

এটিই প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্তের প্রচারের প্রভাব। ভক্ত যদি যোগ্য, নিষ্ঠাবান, ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ এবং সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসরণকারী হন, যেভাবে নারদ মুনির উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ তা প্রচার করেছিলেন, তা হলে তাঁর প্রচার ফলপ্রসূ হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

কেউ যদি সৎ বা শুদ্ধ ভক্তের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তা হলে সেই উপদেশ তাঁর কর্ণের আনন্দ এবং হৃদয়ের অনুরাগ প্রদান করবে। এইভাবে কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত হন এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন করেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় তাঁর সহপাঠী দৈত্যনন্দনেরা বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিল। তারা তাদের তথাকথিত শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্কের উপদেশ শ্রবণ করতে চায়নি, যারা কেবল তাদের কূটনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি আদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিল।

শ্লোক ২

অথাচার্যসুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্ ।
আলক্ষ্য ভীতস্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্ যথা ॥ ২ ॥

অথ—তারপর; **আচার্য-সুতঃ**—শুক্রাচার্যের পুত্র; **তেষাম্**—তাদের (দৈত্য-বালকদের); **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **একান্ত-সংস্থিতাম্**—কেবল একটি বিষয় ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে স্থির; **আলক্ষ্য**—দেখে; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **ত্বরিতঃ**—শীঘ্র; **রাজ্ঞে**—রাজা হিরণ্যকশিপুর কাছে; **আবেদয়ৎ**—নিবেদন করেছিল; **যথা**—উপযুক্তভাবে।

অনুবাদ

শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক যখন দেখল যে, প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ প্রভাবে অসুর-বালকেরা কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠছে, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে, দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছিল।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্ পদটি ইঙ্গিত করে যে, প্রহ্লাদ মহারাজের প্রচারের ফলে, তাঁর সহপাঠীরা কৃষ্ণভক্তিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তিই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করেন এবং তাঁর উপদেশ অনুসরণ করেন, তিনিই কৃষ্ণভক্তিতে অবিচলিতভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ হন এবং জড় চেতনার দ্বারা আর বিচলিত হন না। শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রদের মধ্যে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিল, এবং তাই তারা ভীত হয়েছিল যে, সমস্ত শিক্ষার্থীরাই হয়তো ক্রমশ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হবে।

শ্লোক ৩-৪

কোপাবেশচলদ্গাত্রঃ পুত্রং হন্তুং মনো দধে ।
ক্ষিপ্ত্বা পরুষয়া বাচা প্রহ্লাদমতদর্হণম্ ॥ ৩ ॥
আহেক্ষমাণঃ পাপেন তিরশ্চীনেন চক্ষুষা ।
প্রশ্রয়াবনতং দান্তং বদ্ধাঞ্জলিমবস্থিতম্ ।
সর্পঃ পদাহত ইব শ্বসন্ প্রকৃতিদারুণঃ ॥ ৪ ॥

কোপ-আবেশ—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে; **চলৎ**—কম্পিত; **গাত্রঃ**—সমস্ত শরীর; **পুত্রম্**—তার পুত্রকে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **মনঃ**—মন; **দধে**—স্থির করে; **ক্ষিপ্ত্বা**—তিরস্কার করতে করতে; **পরুষয়া**—অত্যন্ত কঠোর; **বাচা**—বাক্যে; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **অতৎ-অর্হণম্**—(তাঁর মহান চরিত্র এবং কোমল বয়সের জন্য) যে তিরস্কারের উপযুক্ত ছিলেন না; **আহ**—বলেছিল; **ঈক্ষমাণঃ**—ক্রোধান্বিতভাবে তাঁকে দেখে; **পাপেন**—তার পাপের ফলে; **তিরশ্চীনেন**—বক্র; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **প্রশ্রয়-অবনতম্**—অত্যন্ত বিনীত; **দান্তম্**—অত্যন্ত সংযত; **বদ্ধ-অঞ্জলিম্**—করজোড়ে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **সর্পঃ**—সর্প; **পদ-আহতঃ**—পদদলিত; **ইব**—সদৃশ; **শ্বসন্**—নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; **প্রকৃতি**—স্বভাবত; **দারুণঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

অনুবাদ

সেই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল। তখন সে স্থির করেছিল তার পুত্র প্রহ্লাদকে

সে বধ করবে। হিরণ্যকশিপু স্বভাবতই ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এবং এইভাবে অপমানিত বোধ করে, সে পদাহত সর্পের মতো নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন শান্ত, বিনীত এবং নম্র, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত ছিল, এবং তিনি করজোড়ে হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের কোমল বয়স এবং মহান আচরণের জন্য তিনি তিরস্কারের উপযুক্ত ছিলেন না, তবুও হিরণ্যকশিপু বক্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কঠোর বাক্যে তাঁকে তিরস্কার করেছিল।

তাৎপর্য

কেউ যখন অতি উন্নত ভক্তের প্রতি উদ্ধত আচরণ করে, তখন প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। তার ফলে তার আয়ু, গুরুজনদের আশীর্বাদ এবং পুণ্যকর্মের ফল নষ্ট হয়ে যায়। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে দেখতে পাই যে, হিরণ্যকশিপু যদিও এমন শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল যে, স্বর্গলোক সহ সে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক পরাভূত করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো বৈষ্ণবের প্রতি দুর্ব্যবহার করার ফলে, তাঁর তপস্যার সমস্ত ফল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৪/৪৬) বলা হয়েছে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষএব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

"কেউ যখন কোন মহাত্মার প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তখন তার আয়ু, ঐশ্বর্য, যশ, ধর্ম, সম্পত্তি এবং সৌভাগ্য, সব নষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ৫

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ

হে দুর্বিনীত মন্দাত্মন্ কুলভেদকরাধম ।
স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং নেষ্যে ত্বাদ্য যমক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—শ্রীহিরণ্যকশিপু বললেন; **হে**—হে; **দুর্বিনীত**—অত্যন্ত উদ্ধত; **মন্দ-আত্মন্**—হে মূর্খ; **কুল-ভেদ-কর**—কুলের বিভেদ সৃষ্টিকারী; **অধম**—হে নরাধম; **স্তব্ধম্**—অত্যন্ত জেদী; **মৎ-শাসন**—আমার আদেশ; **উদ্বৃত্তম্**—লঙ্ঘন করে; **নেষ্যে**—প্রেরণ করব; **ত্বা**—তোকে; **অদ্য**—আজ; **যমক্ষয়ম্**—যমালয়ে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বলল—হে দুর্বিনীত, হে মন্দবুদ্ধি, হে কুলভেদকারক, হে অধম, তুই আমার শাসন লঙ্ঘন করেছিস্, তাই তুই এক জেদী মূর্খ। আজ আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করব।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু তার বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদকে *দুর্বিনীত* বলে তিরস্কার করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সরস্বতী দেবীর কৃপায় এই শব্দটির অর্থ নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, *দুঃ* শব্দাংশটির অর্থ 'জড় জগৎ'। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* এই জড় জগৎকে *দুঃখালয়ম্* বলে বর্ণনা করেছেন। *বি* শব্দাংশটির অর্থ 'বিশেষ', এবং *নীত* শব্দাংশটির অর্থ 'নিয়ে আসা হয়েছে'। ভগবানের কৃপায় প্রহ্লাদ মহারাজ বিশেষভাবে এই জড় জগতে নীত হয়েছিলেন, মানুষকে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*—যখন সমগ্র মানব-সমাজ অথবা তার অংশ তাদের কর্তব্য বিস্মৃত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ আসেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকেন না, তখন তাঁর ভক্ত থাকেন, কিন্তু উদ্দেশ্যটি একই—দুর্দশাক্লিষ্ট বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেছেন যে, *মন্দাত্মন্* শব্দটির অর্থ মন্দ—অত্যন্ত খারাপ অথবা যার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অত্যন্ত মন্থর। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১০) বলা হয়েছে—*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা*। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন সমস্ত মন্দ বা মায়াবদ্ধ জীবদের পথপ্রদর্শক। তিনি এই জড় জগতের মন্দ এবং দুষ্ট জীবদেরও উপকারী বন্ধু। *কুলভেদকরাধম*—প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ এমনই মহিমান্বিত ছিল যে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মহান কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরাও নিতান্তই নগণ্য বলে প্রতিভাত হত। সকলেই তাদের পরিবার এবং বংশকে বিখ্যাত করতে চায়, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ এতই উদার ছিলেন যে, তিনি এক জীবের সঙ্গে আর এক জীবের কোন ভেদ দর্শন করতেন না। তাই তিনি রাজবংশ প্রতিষ্ঠাকারী মহান প্রজাপতিদের থেকেও মহৎ ছিলেন। *স্তব্ধম্* শব্দটির অর্থ জেদী। ভগবদ্ভক্ত অসুরদের নির্দেশের পরোয়া করেন না। তারা যখন নির্দেশ দেয়, তখন তিনি স্তব্ধ থাকেন। ভক্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশই শিরোধার্য করেন, তিনি অসুর বা অভক্তদের উপদেশের পরোয়া করেন না। তিনি অসুরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না, এমন কি সেই অসুর যদি তাঁর পিতাও হন।

মচ্ছাসনোদ্‌বৃত্তম্—প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর অসুর পিতার আদেশ অমান্য করেছিলেন। *যমক্ষয়ম্*—প্রতিটি বদ্ধ জীবই যমরাজের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন যে, তিনি প্রহ্লাদ মহারাজকে তার মুক্তিদাতা বলে মনে করেন, কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করবেন। কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ একজন মহাভাগবত হওয়ার ফলে, যে কোন যোগীর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি হিরণ্যকশিপুকে ভক্তিযোগীর সমাজে উন্নীত করবেন। এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সমস্ত শব্দগুলির অর্থ সরস্বতী দেবীর পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৬

ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ ।
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ় শাসনং কিং বলোঽত্যগাঃ ॥ ৬ ॥

ক্রুদ্ধস্য—ক্রুদ্ধ হলে; **যস্য**—যে; **কম্পন্তে**—কম্পিত হয়; **ত্রয়ঃ লোকাঃ**—ত্রিভুবন; **সহ-ঈশ্বরাঃ**—তাদের নেতাগণ সহ; **তস্য**—তার; **মে**—আমার (হিরণ্যকশিপু); **অভীতবৎ**—নির্ভয়; **মূঢ়**—দুষ্ট; **শাসনম্**—শাসন; **কিম্**—কি; **বলঃ**—বল; **অত্যগাঃ**—অতিক্রম করেছিস।

অনুবাদ

ওরে মূঢ় প্রহ্লাদ, তুই জানিস যে আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালগণ সহ ত্রিভুবন কম্পিত হয়। কিন্তু তুই কার বলে ভয়শূন্য হয়ে আমার শাসন অতিক্রম করছিস?

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। ভক্ত কখনও নিজেকে বলবান বলে দাবি করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, এবং তিনি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে সমস্ত বিপদে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩১) বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, তুমি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" ভগবান সেই কথা নিজে ঘোষণা না করে অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং তাই মানুষ তাঁর কথায় বিশ্বাস নাও করতে পারে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না। কারণ ভগবদ্ভক্তের বাণী কখনও ব্যর্থ হয় না।

হিরণ্যকশিপু তার পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্রকে নির্ভীকভাবে তার অত্যন্ত পরাক্রমশালী পিতার আদেশ অমান্য করতে দেখে হতবুদ্ধি হয়েছিল। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের আদেশ ছাড়া অন্য কারও আদেশ পালন করতে পারেন না। সেটিই হচ্ছে ভক্তের স্থিতি। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে তার আদেশ অমান্য করতে দেখে বুঝতে পেরেছিল যে, সে শিশু হলেও অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই হিরণ্যকশিপু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, *কিং বলঃ*—"কিভাবে তুই আমার আদেশ অমান্য করেছিস? কার বলে তুই তা করেছিস?"

শ্লোক ৭

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্
স বৈ বলং বলিনাং চাপরেষাম্ ।
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে
ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন; **ন**—না; **কেবলম্**—কেবল; **মে**—আমার; **ভবতঃ**—আপনার; **চ**—এবং; **রাজন্**—হে মহারাজ; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বলম্**—বল; **বলিনাম্**—বলবানের; **চ**—এবং; **অপরেষাম্**—অন্যদের; **পরে**—উৎকৃষ্ট; **অবরে**—নিকৃষ্ট; **অমী**—তারা; **স্থির-জঙ্গমাঃ**—স্থাবর অথবা জঙ্গম জীবদের; **যে**—যিনি; **ব্রহ্মা-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **বশম্**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **প্রণীতাঃ**—নিয়ে আসা হয়েছে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে রাজন্, আমার যে বলের উৎসের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি আপনারও উৎস। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বলের আদি উৎস একজন। তিনি কেবল আমার অথবা আপনার বলেরই নয়, তিনি সকলেরই বলের উৎস। তাঁরই বলে সকলেই বলীয়ান। স্থাবর-জঙ্গম, উচ্চ-নিচ, সকলেই, এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই পরমেশ্বর ভগবানের বলের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪১) বলেছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সেই সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।" সেই সত্যই এখানে প্রহ্লাদ মহরাজের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। যেখানে অসাধারণ শক্তি দেখা যায় তখনই বুঝতে হবে যে, তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নানা স্তরের অগ্নি রয়েছে, কিন্তু সেই সবই তাদের তাপ এবং কিরণ গ্রহণ করছে সূর্য থেকে। তেমনই, ছোট বড় সমস্ত জীবই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। জীবের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া, কারণ জীব ভৃত্য এবং সে কখনই স্বতন্ত্রভাবে প্রভুর পদ লাভ করতে পারে না। প্রভুর কৃপার ফলেই কেবল প্রভুর পদ লাভ করা যায়, স্বতন্ত্রভাবে নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা না যায়, ততক্ষণ সে মূঢ় থাকে; অর্থাৎ, সে মোটেই বুদ্ধিমান নয়। নির্বোধ গর্দভতুল্য মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই ভগবানের শরণাগত হতে পারে না।

জীবের অধীন অবস্থা বুঝতে কোটি কোটি জন্ম লাগে, কিন্তু কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান হন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) ভগবান বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাত্মা, এবং তাই তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সমস্ত পরিস্থিতিতে রক্ষা করবেন।

শ্লোক ৮

স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-
বোজঃসহঃসত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা ।
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ
সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **কালঃ**—কাল; **উরুক্রমঃ**—ভগবান, যাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অসাধারণ; **অসৌ**—তিনিই; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **সহঃ**—মনের বল; **সত্ত্ব**—স্থৈর্য; **বল**—দৈহিক শক্তি; **ইন্দ্রিয়**—এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের; **আত্মা**—আত্মা; **সঃ**—তিনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **পরমঃ**—পরম; **স্ব-শক্তিভিঃ**—তাঁর বিবিধ দিব্য শক্তির দ্বারা; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **অত্তি**—সংহার করেন; **গুণ-ত্রয়-ঈশঃ**—প্রকৃতির তিনটি গুণের ঈশ্বর।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরম নিয়ন্তা এবং কালস্বরূপ, তিনিই ইন্দ্রিয়ের বল, মনের বল, দেহের শক্তি, এবং ইন্দ্রিয়ের আত্মা। তাঁর পরাক্রম অসীম। তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনিই জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অধীশ্বর। তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং সংহার করেন।

তাৎপর্য

যেহেতু জড় জগৎ তিন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং ভগবান হচ্ছেন সেই সমস্ত গুণের অধীশ্বর, তাই চরমে ভগবানই এই জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা।

শ্লোক ৯

জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ
সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ ।
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ
তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্ ॥ ৯ ॥

জহি—ত্যাগ করুন; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—প্রবৃত্তি; **ইমম্**—এই; **ত্বম্**—আপনি (হে পিতৃদেব); **আত্মনঃ**—আপনার; **সমম্**—সমান; **মনঃ**—মন; **ধৎস্ব**—তৈরি করুন; **ন**—না; **সন্তি**—হয়; **বিদ্বিষঃ**—শত্রু; **ঋতে**—বিনা; **অজিতাৎ**—অনিয়ন্ত্রিত; **আত্মনঃ**—মন; **উৎপথে**—অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির ভ্রান্ত মার্গে; **স্থিতাৎ**—অবস্থিত হয়ে; **তৎ হি**—সেই (মনোবৃত্তি); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনন্তস্য**—অন্তহীন ভগবানের; **মহৎ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **সমর্হণম্**—পূজার বিধি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে পিতৃদেব, দয়া করে আপনি আপনার আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। আপনার হৃদয়ে শত্রু এবং মিত্রের ভেদ না করে সকলের প্রতি সমভাব পোষণ করুন। অসংযত এবং বিপথগামী মন ব্যতীত এই জগতে অন্য কোন শত্রু নেই। সর্বভূতে সমদর্শনের ফলেই পূর্ণরূপে ভগবানের আরাধনার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে না পারলে কখনই মনঃসংযম করা সম্ভব হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩৪) অর্জুন বলেছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

"হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক, তাকে বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন, তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও কঠিন বলে আমি মনে করি।" মনকে সংযত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মনকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা। মনের প্ররোচনার ফলেই আমরা শত্রু এবং মিত্র সৃষ্টি করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই আমাদের শত্রু নয় বা মিত্র নয়। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।* সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করাই ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করার প্রাথমিক শর্ত।

শ্লোক ১০

দস্যূন্ পুরা ষণ্ ন বিজিত্য লুম্পতো
মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ ।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং
সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥ ১০ ॥

দস্যূন্—দস্যু; **পুরা**—প্রথমে; **ষট্**—ছয়; **ন**—না; **বিজিত্য**—জয় করে; **লুম্পতঃ**—সমস্ত ধনসম্পদ অপহরণ করে; **মন্যন্তে**—মনে করে; **একে**—কিছু; **স্বজিতাঃ**—বিজিত; **দিশঃ দশ**—দশদিক; **জিত-আত্মনঃ**—জিতেন্দ্রিয়; **জ্ঞস্য**—বিজ্ঞ; **সমস্য**—সমদর্শী; **দেহিনাম্**—সমস্ত জীবদের প্রতি; **সাধোঃ**—এই প্রকার সাধু ব্যক্তির; **স্ব-মোহ-প্রভবাঃ**—নিজের মোহ থেকে সৃষ্ট; **কুতঃ**—কোথায়; **পরে**—শত্রু বা বিরোধী।

অনুবাদ

পূর্বে আপনার মতো বহু মূর্খ ব্যক্তি তাদের দেহের সর্বস্ব অপহরণকারী ছয়টি শত্রুকে জয় না করে গর্বভরে মনে করেছে, "আমি দশ দিকস্থ আমার সমস্ত শত্রুদের জয় করেছি।" কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর ষড়রিপু জয় করেছেন এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, তাঁর কোন শত্রু নেই। অজ্ঞানের ফলেই শত্রুর কল্পনা হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে, সকলেই মনে করে যে, সে তার শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে, তার প্রকৃত শত্রু হচ্ছে তার অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয় (*মনঃ ষষ্ঠাণীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*)। এই জড় জগতে সকলেই তার ইন্দ্রিয়ের দাস। প্রকৃতপক্ষে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত সেই কথা ভুলে গিয়ে মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের ফলে মায়ার সেবায় যুক্ত হয়। সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে এবং মনে করে যে, সে দশদিক জয় করেছে। মূল কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মনে করে তার বহু শত্রু রয়েছে, সে একটি মূর্খ, কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ তিনি জানেন যে, মানুষের ভিতরের শত্রু—অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন শত্রু নেই।

শ্লোক ১১

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ

ব্যক্তং ত্বং মর্তুকামোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে ।
মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ ননু স্যুর্বিক্লবা গিরঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—শ্রীহিরণ্যকশিপু বলল; **ব্যক্তম্**—স্পষ্টরূপে; **ত্বম্**—তুমি; **মর্তু-কামঃ**—মরতে ইচ্ছুক; **অসি**—হও; **যঃ**—যে; **অতিমাত্রম্**—মাত্রাতিরিক্ত; **বিকত্থসে**—গর্ব করছ (যেন তুমি তোমার ইন্দ্রিয় জয় করেছ কিন্তু তোমার পিতা তা করতে পারেনি); **মুমূর্ষূণাম্**—মরণাপন্ন ব্যক্তিরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মন্দ-আত্মন্**—হে নির্বোধ কুলাঙ্গার; **ননু**—নিশ্চিতভাবে; **স্যুঃ**—হয়; **বিক্লবাঃ**—বিভ্রান্তিকর; **গিরঃ**—বাণী।

অনুবাদ

শ্রীহিরণ্যকশিপু বলল—ওরে মূর্খ, তুই আমার মহিমা খর্ব করে, নিজেকে জিতেন্দ্রিয় বলে গর্ব করছিস। এটি তোর অতি বুদ্ধিমত্তা। তাই আমি বুঝতে পারছি যে, আমার হাতে তোর মরবার ইচ্ছা হয়েছে, কারণ মরণাপন্ন ব্যক্তিরাই এইভাবে অর্থহীন কথা বলে।

তাৎপর্য

হিতোপদেশে বলা হয়েছে, *উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রোকোপায় ন শান্তয়ে*—মূর্খ ব্যক্তিকে সৎ উপদেশ দিলে সে তার সদ্ব্যবহার না করে পক্ষান্তরে ক্রুদ্ধ হয়। প্রহ্লাদ মহারাজের মহাজনোচিত উপদেশ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু গ্রহণ করতে পারেনি; পক্ষান্তরে সে তার মহান শুদ্ধ ভক্ত পুত্রের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছিল। ভগবদ্ভক্ত যখন হিরণ্যকশিপুর মতো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ব্যক্তিদের কাছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করেন, তখন তাঁকে এই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। (*হিরণ্য* শব্দটির অর্থ 'সোনা', এবং *কশিপু* শব্দটির অর্থ 'সুন্দর বিছানা বা গদি'।) অধিকন্তু, পিতা কখনও চায় না যে, তার পুত্র তাকে উপদেশ দিক, বিশেষ করে সেই পিতা যদি অসুর হয়। তাঁর আসুরিক পিতার প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের বৈষ্ণব উপদেশ পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়েছিল, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যধিক বিদ্বেষের ফলে, তিনি শ্রীনৃসিংহদেবকে আমন্ত্রণ করছিলেন তাকে শীঘ্রই সংহার করার জন্য। হিরণ্যকশিপু যদিও ছিল একটি অসুর, তবুও এখানে তার নামের পূর্বে *শ্রী* শব্দটি যোগ করা হয়েছে। কেন? তার কারণ হচ্ছে যে, সৌভাগ্যক্রমে তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাভাগবত। তাই সে অসুর হলেও মুক্তি লাভ করে সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

শ্লোক ১২

যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ ।
ক্বাসৌ যদি স সর্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

যঃ—যে; **ত্বয়া**—তোর দ্বারা; **মন্দ-ভাগ্য**—ওরে দুর্ভাগা; **উক্তঃ**—বর্ণিত; **মদন্যঃ**—আমি ভিন্ন; **জগদীশ্বরঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তা; **ক্ব**—কোথায়; **অসৌ**—তিনি;

যদি—যদি; **সঃ**—তিনি; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে (সর্বব্যাপ্ত); **কস্মাৎ**—কেন; **স্তম্ভে**—আমার সম্মুখস্থ স্তম্ভে; **ন দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয় না।

অনুবাদ

ওরে হতভাগা প্রহ্লাদ, তুই সব সময় বলিস যে আমি ছাড়া অন্য কোন জগদীশ্বর রয়েছেন, যিনি সকলের উর্ধ্বে, যিনি সকলের নিয়ন্তা এবং যিনি সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু তিনি কোথায়? তিনি যদি সর্বত্রই থাকেন, তা হলে কেন তিনি আমার সম্মুখস্থ এই স্তম্ভে উপস্থিত নন?

তাৎপর্য

অসুরেরা কখনও কখনও বলে যে, তারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু অসুরেরা যে কেন সেই কথা জানে না, তা *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) ভগবান স্বয়ং উল্লেখ করেছেন, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*—"আমি মূর্খ এবং নির্বোধদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। কারণ তাদের কাছে আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আবৃত।" ভক্তেরাই কেবল ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। অভক্তেরা কখনও তাঁকে দেখতে পায় না। ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বর্ণিত হয়েছে—*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*। যে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকৃতই প্রেমাসক্ত হয়েছেন, তিনি সর্বদাই সর্বত্র তাঁকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু অসুরেরা স্পষ্টভাবে ভগবানকে না জানার ফলে, তাঁকে দর্শন করতে পারে না। হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর এবং তাঁর পিতার সম্মুখস্থ স্তম্ভে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি দেখেছিলেন যে, ভগবান তাঁকে তাঁর আসুরিক পিতার বাক্যে ভীত না হতে অনুপ্রাণিত করছেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য ভগবান উপস্থিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজের এই দর্শন লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোর ভগবান কোথায়?" প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, "তিনি সর্বত্রই রয়েছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তা হলে তিনি আমার সম্মুখস্থ এই স্তম্ভে নেই কেন?" এইভাবে ভক্ত সর্বত্রই সর্বদা ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু অভক্ত তা পারে না।

প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা তাঁকে এখানে 'মন্দভাগ্য' বলে সম্বোধন করেছেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সম্পদ অধিকার করার ফলে, নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করেছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন তাঁর পুত্র, এবং তিনি

উত্তরাধিকার সূত্রে তার সেই বিশাল সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অনমনীয়, তাই তাঁর পিতা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সেই জন্যই প্রহ্লাদ মহারাজের আসুরিক পিতা তাঁকে সব চাইতে হতভাগ্য বলে মনে করেছিল, কারণ তিনি তাঁর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারবেন না। হিরণ্যকশিপু জানত না যে, এই ত্রিভুবনে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন সব চাইতে সৌভাগ্যবান, কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে রক্ষা করছিলেন। অসুরেরা এইভাবেই ভুল বোঝে। তারা জানে না যে, ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভক্তকে রক্ষা করেন (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)।

শ্লোক ১৩

সোঽহং বিকত্থমানস্য শিরঃ কায়াদ্ধরামি তে ।
গোপায়েত হরিস্ত্বাদ্য যস্তে শরণমীপ্সিতম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি; **বিকত্থমানস্য**—এই প্রকার অর্থহীন প্রলাপকারী; **শিরঃ**—মস্তক; **কায়াৎ**—শরীর থেকে; **হরামি**—ছিন্ন করব; **তে**—তোর; **গোপায়েত**—রক্ষা করুক; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ত্বা**—তুই; **অদ্য**—এখন; **যঃ**—যে; **তে**—তোর; **শরণম্**—রক্ষক; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত।

অনুবাদ

তোর এই অকথ্য কথনের জন্য আমি এখন তোর শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করব। তোর পরম আরাধ্য ভগবান এসে এখন তোকে রক্ষা করুক। আমি তা দেখতে চাই।

তাৎপর্য

অসুরেরা সব সময় মনে করে যে, ভগবান ভক্তের কল্পনা মাত্র। তারা মনে করে ভগবান নেই এবং ভগবানের প্রতি তথাকথিত ধার্মিক ভাবনা আফিম বা এল-এস-ডির মতো মাদকদ্রব্য, যা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন বলেছিলেন যে, তাঁর ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর সেই কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ অসুর হিরণ্যকশিপুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান নেই এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। তাই সে তার পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। ভগবান যে সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন, সেই ধারণাকে সে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১৪

এবং দুরুক্তৈর্মুহুরর্দয়ন্ রুষা
সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ ।
খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ
স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ স্বমুষ্টিনা ॥ ১৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **দুরুক্তৈঃ**—কঠোর বাক্যের দ্বারা; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অর্দয়ন্**—তিরস্কার করে; **রুষা**—অনর্থক ক্রোধে; **সুতম্**—তার পুত্রকে; **মহা-ভাগবতম্**—যিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত; **মহা-অসুরঃ**—মহা অসুর হিরণ্যকশিপু; **খড়্গম্**—খড়্গ; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **উৎপতিতঃ**—উঠে; **বর-আসনাৎ**—তার শ্রেষ্ঠ সিংহাসন থেকে; **স্তম্ভম্**—স্তম্ভে; **ততাড়**—আঘাত করেছিল; **অতিবলঃ**—অত্যন্ত বলবান; **স্ব-মুষ্টিনা**—তার মুষ্টির দ্বারা।

অনুবাদ

ক্রোধান্ধ হয়ে মহাবলবান হিরণ্যকশিপু এইভাবে তার মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করেছিল। তাঁর প্রতি বার বার তর্জন করে হিরণ্যকশিপু তার খড়্গ গ্রহণপূর্বক তার রাজসিংহাসন থেকে উত্থিত হয়ে মহাক্রোধে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করেছিল।

শ্লোক ১৫

তদৈব তস্মিন্ নিনদোঽতিভীষণো
বভূব যেনাণ্ডকটাহমস্ফুটৎ ।
যং বৈ স্বধিষ্ণ্যোপগতং ত্বজাদয়ঃ
শ্রুত্বা স্বধামাত্যয়মঙ্গ মেনিরে ॥ ১৫ ॥

তদা—তখন; **এব**—ঠিক; **তস্মিন্**—সেই স্তম্ভের ভিতর; **নিনদঃ**—ধ্বনি; **অতি-ভীষণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বভূব**—হয়েছিল; **যেন**—যার দ্বারা; **অণ্ড-কটাহম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ; **অস্ফুটৎ**—বিদীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়েছিল; **যম্**—যা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্বধিষ্ণ্য-উপগতম্**—স্বস্থানে উপনীত হয়ে; **তু**—কিন্তু; **অজ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **স্ব-ধাম-অত্যয়ম্**—তাঁদের ধাম ধ্বংস হয়েছে; **অঙ্গ**—হে যুধিষ্ঠির; **মেনিরে**—মনে করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন সেই স্তম্ভ থেকে এক ভয়ঙ্কর ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল, যার ফলে মনে হয়েছিল যেন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয়েছে। হে যুধিষ্ঠির, সেই শব্দ ব্রহ্মা আদি দেবতাদের ধামে পৌঁছেছিল, এবং তা শুনে তাঁরা মনে করেছিলেন, "হায়, আমাদের গ্রহলোক বুঝি বিনষ্ট হয়ে গেল!"

তাৎপর্য

আমরা যেমন কখনও কখনও বাজ পড়ার শব্দ শুনে ভয়ভীত হয়ে মনে করি যে, আমাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনই হিরণ্যকশিপুর সম্মুখস্থ স্তম্ভ থেকে নির্গত বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করে ব্রহ্মা আদি দেবতারা ভয়ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

স বিক্রমন্ পুত্রবধেপ্সুরোজসা
নিশম্য নির্হ্রাদমপূর্বমদ্ভুতম্ ।
অন্তঃসভায়াং ন দদর্শ তৎপদং
বিতত্রসুর্যেন সুরারিযূথপাঃ ॥ ১৬ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **বিক্রমন্**—তার বিক্রম প্রদর্শন করে; **পুত্রবধ-ঈপ্সুঃ**—তার পুত্রকে বধ করতে অভিলাষী; **ওজসা**—প্রচণ্ড বলের দ্বারা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নির্হ্রাদম্**—ভয়ঙ্কর ধ্বনি; **অপূর্বম্**—অশ্রুতপূর্ব; **অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **অন্তঃসভায়াম্**—তার সভার ভিতর; **ন**—না; **দদর্শ**—দর্শন করেছিল; **তৎ-পদম্**—সেই ভয়ঙ্কর শব্দের উৎস; **বিতত্রসুঃ**—ভীত হয়ে; **যেন**—যেই শব্দের দ্বারা; **সুর-অরি-যূথপাঃ**—অন্য অসুর-নায়কেরা (কেবল হিরণ্যকশিপুই নয়)।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন তার পুত্রকে বধ করতে অভিলাষী হয়ে তার অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করছিল, তখন সে সেই অতি অদ্ভুত প্রচণ্ড ধ্বনি শ্রবণ করেছিল, যা পূর্বে কখনও শোনা যায়নি। সেই শব্দ শুনে অন্যান্য অসুর-নায়কেরাও ভীত হয়েছিল। সেই সভায় কেউই বুঝতে পারেনি সেই শব্দের উৎস কোথায় ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

"হে কৌন্তেয়, আমি জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ব বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।" এখানে ভগবান আকাশে ভীষণ শব্দের দ্বারা (*শব্দঃ খে*) সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি প্রদর্শন করেছেন। সেই প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষ ছিল ভগবানের উপস্থিতির প্রমাণ। হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরেরা এখন ভগবানের পরম শাসনকারী শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, এবং তার ফলে হিরণ্যকশিপু ভীত হয়েছিল। মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বজ্রপাতের শব্দে তার ভয় হয়। তেমনই হিরণ্যকশিপু এবং তার পার্ষদ অসুরেরা শব্দরূপে ভগবানের উপস্থিতিতে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল, যদিও তারা সেই শব্দের উৎস খুঁজে পায়নি।

শ্লোক ১৭

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিং চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥ ১৭ ॥

সত্যম্—সত্য; **বিধাতুম্**—প্রমাণ করতে; **নিজভৃত্য-ভাষিতম্**—তাঁর ভৃত্যের বাণী (প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি বলেছিলেন তাঁর প্রভু সর্বত্রই বিরাজমান); **ব্যাপ্তিম্**—ব্যাপ্ত; **চ**—এবং; **ভূতেষু**—জীব এবং জড় তত্ত্বে; **অখিলেষু**—সমস্ত; **চ**—ও; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **অদৃশ্যত**—প্রকট হয়েছিলেন; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **রূপম্**—রূপ; **উদ্বহন্**—ধারণ করে; **স্তম্ভে**ঃ—স্তম্ভে; **সভায়াম্**—সভার মধ্যে; **ন**—না; **মৃগম্**—পশু; **ন**—না; **মানুষম্**—মানুষ।

অনুবাদ

তাঁর ভৃত্য প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ ভগবান যে সর্বত্র বিরাজমান, এমন কি সভাগৃহের স্তম্ভের মধ্যেও বিরাজমান, সেই কথা প্রমাণ করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এক অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন

করেছিলেন। সেই রূপটি ছিল না মানুষের না সিংহের। এইভাবে ভগবান এক অদ্ভুত মূর্তিতে সভাগৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার ভগবান কোথায়? তিনি কি এই স্তম্ভেও রয়েছেন?" প্রহ্লাদ মহারাজ তখন নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, আমার প্রভু সর্বত্র বিরাজমান।" তাই প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি যে অভ্রান্ত, সেই কথা হিরণ্যকশিপুর কাছে প্রমাণ করার জন্য ভগবান স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান অর্ধ নর এবং অর্ধ সিংহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাতে হিরণ্যকশিপু বুঝতে না পারে যে, সেই বিশাল রূপটি কি মানুষের না সিংহের। প্রহ্লাদ মহারাজের বাণীর সত্যতা নিরূপণ করে ভগবান প্রমাণ করেছেন যে, *ভগবদ্গীতার* ঘোষণা অনুসারে তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না (*কৌন্তেয়ঃ প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। প্রহ্লাদ মহারাজের আসুরিক পিতা বার বার প্রহ্লাদকে হত্যা করার ভয় দেখিয়েছিল, তবুও প্রহ্লাদ মহারাজের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সে তাঁকে বধ করতে পারবে না, কারণ ভগবান তাঁকে সর্ব অবস্থাতেই রক্ষা করবেন। স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়ে ভগবান তাঁর ভক্তকে কার্যত আশ্বাস দিয়েছিলেন, "কোন ভয় করো না। আমি এখানে উপস্থিত রয়েছি।" নৃসিংহদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপু কোন মানুষ অথবা পশুর দ্বারা নিহত হবে না। ভগবান এমন এক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেই রূপে তিনি মানুষ নন অথবা সিংহ নন।

শ্লোক ১৮

স সত্ত্বমেনং পরিতো বিপশ্যন্
স্তম্ভস্য মধ্যাদনুনির্জিহানম্ ।
নায়ং মৃগো নাপি নরো বিচিত্র-
মহো কিমেতন্নৃমৃগেন্দ্ররূপম্ ॥ ১৮ ॥

সঃ—সে (দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু); **সত্ত্বম্**—প্রাণী; **এনম্**—সেই; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **বিপশ্যন্**—দর্শন করে; **স্তম্ভস্য**—স্তম্ভের; **মধ্যাৎ**—মধ্য থেকে; **অনুনির্জিহানম্**—বহির্গত হয়ে; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **মৃগঃ**—পশু; **ন**—না; **অপি**—বস্তুতপক্ষে;

নরঃ—মানুষ; **বিচিত্রম্**—অত্যন্ত অদ্ভুত; **অহো**—হায়; **কিম্**—কি; **এতৎ**—এই; **নৃ-মৃগ-ইন্দ্র-রূপম্**—নর এবং পশুরাজ সিংহ উভয়েরই রূপ বিশিষ্ট।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন সেই শব্দের উৎস অন্বেষণ করে চতুর্দিকে দেখছিল, তখন সে স্তম্ভের মধ্যে থেকে ভগবানের সেই অদ্ভুত রূপ বহির্গত হতে দেখেছিল, যা মানুষও নয়, সিংহও নয়। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে হিরণ্যকশিপু ভেবেছিল, "এই প্রাণীটি কি অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক সিংহ?"

তাৎপর্য

অসুর কখনও ভগবানের অসীম শক্তি অনুমান করতে পারে না। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*—ভগবানের বিভিন্ন শক্তি তাঁর জ্ঞানের স্বাভাবিক প্রদর্শনরূপে সর্বদা ক্রিয়া করে। অসুরেরা যেহেতু ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তাদের কাছে নর এবং সিংহের মিলিত রূপ অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অসুরেরা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা কেবল তাদের নিজেদের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের তুলনা করে (*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। মূঢ়, নাস্তিকেরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ, যিনি অন্য মানুষদের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন। *পরং ভাবমজানন্তঃ*—মূর্খ নাস্তিকেরা এবং অসুরেরা ভগবানের পরম শক্তিমত্তা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যা চান তাই তিনি করতে পারেন। হিরণ্যকশিপু যখন ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করেছিল, তখন সে মনে করেছিল যে, সে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, যেহেতু সে বর লাভ করেছিল যে, কোন মানুষ অথবা পশু তাকে হত্যা করতে পারবে না। সে কখনও ভাবতে পারেনি যে, পশু এবং মানুষ মিলিত হয়ে এমন একটি রূপ প্রকাশিত হতে পারে, যার ফলে তার মতো অসুরেরা সেই রূপ দর্শন করে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়। এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার অর্থ।

শ্লোক ১৯-২২

মীমাংসমানস্য সমুত্থিতোঽগ্রতো ।
নৃসিংহরূপস্তদলং ভয়ানকম্ ॥ ১৯ ॥

প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং
স্ফুরৎসটাকেশরজৃম্ভিতাননম্ ।
করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চল-
ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রুকুটীমুখোল্বণম্ ॥ ২০ ॥
স্তব্ধোর্ধ্বকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুত-
ব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণম্ ।
দিবিস্পৃশৎকায়মদীর্ঘপীবর-
গ্রীবোরুবক্ষঃস্থলমল্পমধ্যমম্ ॥ ২১ ॥
চন্দ্রাংশুগৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈ-
র্বিষ্বগ্ভুজানীকশতং নখায়ুধম্ ।
দুরাসদং সর্বনিজেতরায়ুধ-
প্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবম্ ॥ ২২ ॥

মীমাংসমানস্য—ভগবানের অদ্ভুত রূপের চিন্তায় মগ্ন হিরণ্যকশিপুর; **সমুত্থিতঃ**—আবির্ভূত; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **নৃসিংহ-রূপঃ**—নরসিংহ রূপ; **তৎ**—তা; **অলম্**—অসাধারণ; **ভয়ানকম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **প্রতপ্ত**—উত্তপ্ত; **চামীকর**—স্বর্ণ; **চণ্ড-লোচনম্**—ভয়ঙ্কর চক্ষু সমন্বিত; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **সটা-কেশর**—তাঁর কেশরের দ্বারা; **জৃম্ভিত-আননম্**—যাঁর মুখমণ্ডল বিস্তৃত হয়েছে; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্রম্**—দন্তরাজি; **করবাল-চঞ্চল**—তীক্ষ্ণধার খড়্গের মতো চঞ্চল; **ক্ষুর-অন্ত**—ক্ষুরধার; **জিহ্বম্**—জিহ্বা; **ভ্রুকুটীমুখ**—ভ্রূকুটিত মুখ; **উল্বণম্**—ভয়ানক; **স্তব্ধ**—স্থির; **ঊর্ধ্ব**—উন্নত; **কর্ণম্**—কর্ণ; **গিরি-কন্দর**—পর্বতের গুহাসদৃশ; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **ব্যাত্তাস্য**—বিস্তৃত মুখ; **নাসম্**—এবং নাক; **হনুভেদ-ভীষণম্**—ভীষণ বিদীর্ণ হনুদেশ; **দিবিস্পৃশৎ**—গগনস্পর্শী; **কায়ম্**—যাঁর শরীর; **অদীর্ঘ**—হ্রস্ব; **পীবর**—স্থূল; **গ্রীব**—গ্রীবা; **উরু**—প্রশস্ত; **বক্ষঃ-স্থলম্**—বক্ষ; **অল্প**—ছোট; **মধ্যমম্**—দেহের মধ্যভাগ; **চন্দ্র-অংশু**—চন্দ্রকিরণের মতো; **গৌরৈঃ**—গৌরবর্ণ; **ছুরিতম্**—আবৃত; **তনূরুহৈঃ**—কেশের দ্বারা; **বিষ্বক্**—সর্বদিকে; **ভুজ**—বাহুর; **অনীক-শতম্**—শত শত; **নখ**—নখ সমন্বিত; **আয়ুধম্**—ভয়ানক অস্ত্রসদৃশ; **দুরাসদম্**—দুর্জয়; **সর্ব**—সমস্ত; **নিজ**—নিজের; **ইতর**—এবং অন্যের; **আয়ুধ**—অস্ত্রের; **প্রবেক**—শ্রেষ্ঠ প্রয়োগের দ্বারা; **বিদ্রাবিত**—পলায়ন রত; **দৈত্য**—দৈত্য; **দানবম্**—এবং দানবদের (নাস্তিকদের)।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার সম্মুখে দণ্ডায়মান নরসিংহরূপী ভগবানকে দর্শন করে বিচার করার চেষ্টা করে তিনি কে। তাঁর সেই রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর—তাঁর ক্রোধান্বিত নয়নযুগল উত্তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল; তাঁর দীপ্ত কেশর তাঁর ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলকে বিস্তার করেছে; তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি ভয়ানক; এবং তাঁর ক্ষুরধার জিহ্বা খড়্গের মতো চঞ্চল। তাঁর উন্নত কর্ণযুগল নিশ্চল, এবং তাঁর মুখ ও নাসিকাবিবর পর্বতের গুহার মতো। তাঁর হনুদেশ ভয়ঙ্করভাবে বিদীর্ণ এবং তাঁর শরীর আকাশকে স্পর্শ করছে। তাঁর গ্রীবা হ্রস্ব এবং স্থূল, বক্ষ বিশাল, উদর কৃশ, এবং তাঁর দেহের লোম চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র। তাঁর অসংখ্য বাহু সেনাবাহিনীর মতো চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং অন্যান্য স্বাভাবিক অস্ত্রের দ্বারা দৈত্য, দানব এবং নাস্তিকদের বিনাশ করে।

শ্লোক ২৩

প্রায়েণ মেঽয়ং হরিণোরুমায়িনা
বধঃ স্মৃতোঽনেন সমুদ্যতেন কিম্ ।
এবং ব্রুবংস্ত্বভ্যপতদ্ গদায়ুধো
নদন্ নৃসিংহং প্রতি দৈত্যকুঞ্জরঃ ॥ ২৩ ॥

প্রায়েণ—হয়তো; **মে**—আমার; **অয়ম্**—এই; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **উরুমায়িনা**—মহা মায়াবী; **বধঃ**—মৃত্যু; **স্মৃতঃ**—পরিকল্পনা করেছে; **অনেন**—এই; **সমুদ্যতেন**—প্রচেষ্টা; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবন্**—বলে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অভ্যপতৎ**—আক্রমণ করেছিল; **গদা-আয়ুধঃ**—গদা ধারণ করে; **নদন্**—গর্জন করতে করতে; **নৃসিংহম্**—নরসিংহরূপী ভগবানের; **প্রতি**—প্রতি; **দৈত্য-কুঞ্জরঃ**—হস্তীর মতো বিশালকায় দৈত্য হিরণ্যকশিপু।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু মনে মনে বলেছিল, "মহা মায়াবী ভগবান বিষ্ণু আমাকে হত্যা করার এই পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু তাঁর এই চেষ্টায় কি হতে পারে? আমার সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারবে?" এই বলে হস্তীর মতো বিশালকায় হিরণ্যকশিপু গদা ধারণ করে ভগবানকে আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

অরণ্যে কখনও কখনও সিংহ এবং হাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়। এখানে ভগবান সিংহের মতো আবির্ভূত হয়েছেন, এবং হিরণ্যকশিপু নির্ভীক হস্তীর মতো ভগবানকে আক্রমণ করেছে। সাধারণত হস্তী সিংহের দ্বারা পরাস্ত হয়, তাই এই শ্লোকের এই তুলনাটি যথাযথ হয়েছে।

শ্লোক ২৪

অলক্ষিতোঽগ্নৌ পতিতঃ পতঙ্গমো
যথা নৃসিংহৌজসি সোঽসুরস্তদা ।
ন তদ্ বিচিত্রং খলু সত্ত্বধামনি
স্বতেজসা যো নু পুরাপিবৎ তমঃ ॥ ২৪ ॥

অলক্ষিতঃ—অদৃশ্য; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **পতিতঃ**—পতিত; **পতঙ্গমঃ**—পতঙ্গ; **যথা**—যেমন; **নৃসিংহ**—ভগবান নৃসিংহদেবের; **ওজসি**—তেজের মধ্যে; **সঃ**—সে; **অসুরঃ**—হিরণ্যকশিপু; **তদা**—তখন; **ন**—না; **তৎ**—তা; **বিচিত্রম্**—অদ্ভুত; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **সত্ত্ব-ধামনি**—শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত ভগবানে; **স্ব-তেজসা**—তাঁর তেজের দ্বারা; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **নু**—বস্তুতপক্ষে; **পুরা**—পূর্বে; **অপিবৎ**—গ্রাস করেছিলেন; **তমঃ**—এই জড় জগতের অন্ধকার।

অনুবাদ

পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পতিত হলে অদৃশ্য হয়, তেমনই হিরণ্যকশিপু যখন তেজোময় ভগবানকে আক্রমণ করেছিল, তখন সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ ভগবান সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। পূর্বে, সৃষ্টির সময় তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশপূর্বক তাঁর চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা সেই অন্ধকার বিনাশ করে ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। জড় জগৎ সাধারণত তমোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু চিৎ-জগৎ ভগবানের উপস্থিতির ফলে তাঁর জ্যোতির প্রভাবে তম, রজ এবং কলুষিত সত্ত্বগুণের কলুষ থেকে মুক্ত। এই জড় জগতে যদিও ব্রহ্মণ্য গুণরূপে সত্ত্বগুণের আভাস রয়েছে, তবুও সেই গুণ রজ এবং তমোগুণের

তীব্র প্রভাবের ফলে প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান যেহেতু সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই জড় জগতের রজ এবং তমোগুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভগবান যেখানেই উপস্থিত থাকেন, সেখানেই তমোগুণের অন্ধকার থাকতে পারে না। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৩১) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ—সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

"আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে এই জড় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিন্তু ভক্তিযোগের প্রভাবে এই অজ্ঞান দূর হয়।" প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তিযোগের প্রদর্শনের ফলে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ভগবান আবির্ভূত হওয়া মাত্রই ভগবানের শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রভাবে বা ব্রহ্মজ্যোতির প্রভাবে হিরণ্যকশিপুর রজ এবং তমোগুণ ধ্বংস হয়েছিল। সেই জ্যোতিতে হিরণ্যকশিপু অদৃশ্য হয়েছিল, বা তার প্রভাব অদৃশ্য হয়েছিল। জড় জগতের তমোগুণের প্রভাব যে কিভাবে বিধ্বস্ত হয়, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা সর্বত্রই অন্ধকার দর্শন করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন সব কিছুই স্পষ্ট হয়েছিল, ঠিক যেমন রাত্রির অন্ধকার থেকে সূর্যের কিরণে এলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ আমরা জড়া প্রকৃতির গুণে থাকি, ততক্ষণ আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকি। ভগবানের উপস্থিতি ব্যতীত এই অন্ধকার দূর করা যায় না। আর ভগবানের আবির্ভাব হয় ভক্তিযোগের অনুশীলনের প্রভাবে। ভক্তিযোগের প্রভাবে জড় কলুষবিহীন এক চিন্ময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ২৫

ততোঽভিপদ্যাভ্যহনন্মহাসুরো
রুষা নৃসিংহং গদয়োরুবেগয়া ।
তং বিক্রমন্তং সগদং গদাধরো
মহোরগং তার্ক্ষ্যসুতো যথাগ্রহীৎ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তারপর· **অভিপদ্য**—আক্রমণ করে; **অভ্যহনৎ**—আঘাত করেছিল; **মহা-অসুরঃ**—মহা অসুর (হিরণ্যকশিপু); **রুষা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **নৃসিংহম্**—ভগবান নৃসিংহদেবকে; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **উরু-বেগয়া**—দ্রুতবেগে; **তম্**—তাকে

(হিরণ্যকশিপু); **বিক্রমন্তম্**—তার পরাক্রম প্রদর্শন করে; **স-গদম্**—তার গদার দ্বারা; **গদাধরঃ**—গদাধর ভগবান নৃসিংহদেব; **মহা-উরগম্**—মহাসর্পকে; **তার্ক্ষ্য-সুতঃ**—তার্ক্ষ্যের পুত্র গরুড়; **যথা**—যেমন; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর মহা অসুর হিরণ্যকশিপু ক্রোধপূর্বক দ্রুতবেগে নৃসিংহদেবকে আক্রমণ করে তার গদার দ্বারা তাঁকে আঘাত করেছিল। কিন্তু গরুড় যেভাবে মহাসর্পকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব গদা সহ হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

স তস্য হস্তোৎকলিতস্তদাসুরো
বিক্রীড়তো যদ্বদহির্গরুত্মতঃ ।
অসাধ্বমন্যন্ত হৃতৌকসোঽমরা
ঘনচ্ছদা ভারত সর্বধিষ্ণ্যপাঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে (হিরণ্যকশিপু); **তস্য**—তাঁর (ভগবান নৃসিংহদেবের); **হস্ত**—হাত থেকে; **উৎকলিতঃ**—নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল; **তদা**—তখন; **অসুরঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু; **বিক্রীড়তঃ**—খেলা করে; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **অহিঃ**—সর্প; **গরুত্মতঃ**—গরুড়ের; **অসাধু**—ভাল নয়; **অমন্যন্ত**—বিবেচনা করেছিলেন; **হৃত-ওকসঃ**—যাঁদের ধাম হিরণ্যকশিপু ছিনিয়ে নিয়েছিল; **অমরাঃ**—দেবতাগণ; **ঘনচ্ছদাঃ**—মেঘের আড়ালে অবস্থান করে; **ভারত**—হে ভরত-বংশজ; **সর্ব-ধিষ্ণ্যপাঃ**—সমস্ত স্বর্গলোকের পালকগণ।

অনুবাদ

হে ভরত-বংশজ মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান নৃসিংহদেব যখন তাঁর হাত থেকে হিরণ্যকশিপুকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে গরুড় খেলার ছলে কখনও কখনও সর্পকে তার মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেয়, তখন দৈত্যভয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্থানভ্রষ্ট দেবতারা ভগবানের হাত থেকে দৈত্যের নির্গমনের ব্যাপারটি ভাল বলে মনে করলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান নৃসিংহদেব যখন হিরণ্যকশিপুকে সংহার করতে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান তাঁর হাত থেকে সেই দৈত্যটিকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই ব্যাপারটি দেবতাদের খুব একটা ভাল লাগেনি, কারণ তাঁরা হিরণ্যকশিপুর ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে হিরণ্যকশিপু যদি কোনক্রমে নৃসিংহদেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় এবং দেখতে পায় যে দেবতারা মহা আনন্দে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন, তা হলে সে প্রতিশোধ নেবে। তাই তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

তং মন্যমানো নিজবীর্যশঙ্কিতং
যদ্ধস্তমুক্তো নৃহরিং মহাসুরঃ ।
পুনস্তমাসজ্জত খড়্গচর্মণী
প্রগৃহ্য বেগেন গতশ্রমো মৃধে ॥ ২৭ ॥

তম্—তাঁকে (ভগবান নৃসিংহদেবকে); **মন্যমানঃ**—মনে করে; **নিজ-বীর্য-শঙ্কিতম্**—তার বীরত্বে ভীত; **যৎ**—যেহেতু; **হস্তমুক্তঃ**—ভগবানের হাত থেকে মুক্ত হয়ে; **নৃহরিম্**—ভগবান নৃসিংহদেব; **মহা-অসুরঃ**—মহাদৈত্য; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাঁকে; **আসজ্জত**—আক্রমণ করেছিল; **খড়্গ-চর্মণী**—তার তরবারি এবং ঢাল; **প্রগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **বেগেন**—মহাবেগে; **গতশ্রমঃ**—শ্রমরহিত; **মৃধে**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু যখন নৃসিংহদেবের হস্ত থেকে মুক্ত হয়েছিল, তখন সে ভ্রান্তভাবে মনে করেছিল যে, ভগবান তার শক্তিতে ভীত হয়েছেন। তাই সে ক্ষণকাল বিশ্রামের পরে, খড়্গ এবং ঢাল গ্রহণ করে পুনরায় মহাবেগে ভগবানকে আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

পাপীদের জাগতিক সুখ-সুবিধা ভোগ করতে দেখে মূর্খ মানুষেরা কখনও কখনও মনে করে, "এই পাপী এত সুখভোগ করছে আর পুণ্যবান মানুষেরা দুঃখভোগ

করছে, কেন এমন হয়?" ভগবানের ইচ্ছায় পাপীরা কখনও কখনও এই জড় জগতে সুখভোগ করার সুযোগ পায়, যেন তারা জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এইভাবে তাদের বোকা বানানো হয়। জড়া প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে যে সমস্ত পাপীরা, তাদের অবশ্যই দণ্ডভোগ করতে হয়, কিন্তু কখনও কখনও তাদের সুখভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়, ঠিক যেভাবে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর কবল থেকে হিরণ্যকশিপুকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। চরমে ভগবানের হাতে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু অবধারিত ছিল, কিন্তু কৌতুক ছলে ভগবান তাকে তাঁর হাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

তং শ্যেনবেগং শতচন্দ্রবর্ত্মভি-
শ্চরন্তমচ্ছিদ্রমুপর্যধো হরিঃ ।
কৃত্বাট্টহাসং খরমুৎস্বনোল্বণং
নিমীলিতাক্ষং জগৃহে মহাজবঃ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাকে (হিরণ্যকশিপুকে); **শ্যেনবেগম্**—বাজপাখির মতো গতিবিশিষ্ট; **শত-চন্দ্র-বর্ত্মভিঃ**—তার খড়্গ এবং শত চন্দ্রের চিহ্ন সমন্বিত ঢালের নিপুণ চালনার দ্বারা; **চরন্তম্**—বিচরণ করে; **অচ্ছিদ্রম্**—নিশ্ছিদ্র; **উপরি-অধঃ**—উপরে এবং নিচে; **হরিঃ**—ভগবান; **কৃত্বা**—করে; **অট্টহাসম্**—অট্টহাস্য; **খরম্**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; **উৎস্বন-উল্বণম্**—তাঁর ভীষণ গর্জনে অত্যন্ত ভীত হয়ে; **নিমীলিত**—মুদিত; **অক্ষম্**—চক্ষু; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **মহা-জবঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী ভগবান।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার খড়্গ এবং ঢাল নিয়ে নিশ্ছিদ্রভাবে আবৃত হয়ে নিজেকে রক্ষা করছিল, কিন্তু তখন ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ অট্টহাস্য করে পরম শক্তিমান ভগবান নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করেছিলেন। বাজপাখির মতো তীব্র গতিতে হিরণ্যকশিপু কখনও আকাশে এবং কখনও পৃথিবীতে বিচরণ করছিল, নৃসিংহদেবের অট্টহাস্যের ফলে ভয়ে তার চক্ষু মুদিত ছিল।

শ্লোক ২৯

বিষ্বক্ স্ফুরন্তং গ্রহণাতুরং হরি-
র্ব্যালো যথাখুং কুলিশাক্ষতত্বচম্ ।
দ্বার্যূরুমাপত্য দদার লীলয়া
নখৈর্যথাহিং গরুড়ো মহাবিষম্ ॥ ২৯ ॥

বিষ্বক্—সর্বত্র; **স্ফুরন্তম্**—তার অঙ্গ চালনা করে; **গ্রহণ-আতুরম্**—অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে ব্যথিত; **হরিঃ**—ভগবান নৃসিংহদেব; **ব্যালঃ**—সর্প; **যথা**—যেমন; **আখুম্**—মূষিক; **কুলিশ-অক্ষত**—ইন্দ্রের বজ্রাঘাতেও অক্ষত; **ত্বচম্**—ত্বক; **দ্বারি**—দরজার চৌকাঠে; **ঊরুম্**—তাঁর ঊরুতে; **আপত্য**—স্থাপন করে; **দদার**—বিদীর্ণ করেছিলেন; **লীলয়া**—অনায়াসে; **নখৈঃ**—নখের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **অহিম্**—সর্পকে; **গরুড়ঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়; **মহাবিষম্**—অত্যন্ত বিষধর।

অনুবাদ

সর্প যেভাবে ইঁদুরকে ধরে অথবা গরুড় যেভাবে একটি অত্যন্ত বিষধর সর্পকে ধরে, ঠিক সেইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতেও অক্ষত হিরণ্যকশিপুকে ধরেছিলেন। এইভাবে ধৃত হওয়ার ফলে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে হিরণ্যকশিপু যখন সর্বত্র তার অঙ্গ সঞ্চালন করছিল, তখন ভগবান নৃসিংহদেব সভাগৃহের দ্বারদেশে অসুরটিকে তাঁর ঊরুর উপর স্থাপন করে অনায়াসে তার দেহ নখের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল যে, মাটিতে অথবা আকাশে তার মৃত্যু হবে না। তাই, ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নৃসিংহদেব তাঁর ঊরুর উপর হিরণ্যকশিপুর দেহ স্থাপন করেছিলেন, যা মাটি নয় এবং আকাশও নয়। হিরণ্যকশিপু বর লাভ করেছিল যে, দিনের বেলায় অথবা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। তাই, ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য হিরণ্যকশিপুকে ভগবান সন্ধ্যাবেলা সংহার করেছিলেন, যা দিনের শেষ এবং রাত্রির শুরু—কিন্তু দিনও নয়, রাতও নয়। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল কোন অস্ত্র অথবা জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির দ্বারা তার মৃত্যু হবে না। তাই, ব্রহ্মার বাণী রক্ষা করার জন্য ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর দেহ তাঁর নখের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন, যা

অস্ত্র ছিল না এবং জীবিত বা মৃত নয়। প্রকৃতপক্ষে, নখকে মৃত বলা যায়, আবার তাকে জীবিতও বলা যায়। ব্রহ্মার সমস্ত বর অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত বিষম পরিস্থিতিতে অথচ অনায়াসে সেই মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্যকরাললোচনো
ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্ স্বজিহ্বয়া ।
অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরাননো
যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ ॥ ৩০ ॥

সংরম্ভ—অত্যন্ত ক্রোধের ফলে; **দুষ্প্রেক্ষ্য**—যা দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন; **করাল**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **লোচনঃ**—চক্ষু; **ব্যাত্ত**—বিকশিত; **আনন-অন্তম্**—মুখের প্রান্তভাগ; **বিলিহন্**—অবলেহন করে; **স্ব-জিহ্বয়া**—তাঁর জিহ্বার দ্বারা; **অসৃক্-লব**—রক্তবিন্দু দ্বারা; **আক্ত**—সিক্ত; **অরুণ**—রক্তিম; **কেশর**—কেশর; **আননঃ**—মুখ; **যথা**—যেমন; **অন্ত্রমালী**—অন্ত্রের মালার দ্বারা বিভূষিত; **দ্বিপ-হত্যয়া**—হস্তীকে বধ করার দ্বারা; **হরিঃ**—সিংহ।

অনুবাদ

ভগবান নৃসিংহদেবের মুখ এবং কেশর রক্তবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হয়েছিল, এবং তাঁর ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নের দিকে কেউই তাকাতে পারছিল না। তাঁর জিহ্বার দ্বারা মুখের প্রান্তভাগ অবলেহন করে ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর অন্ত্রের মালায় বিভূষিত হয়েছিলেন। তখন তাঁকে সদ্য একটি হস্তী সংহারকারী সিংহের মতো দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেবের কেশর রক্তবিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করেছিলেন, এবং সেই অসুরের অন্ত্র মালার মতো গলায় জড়ানোর ফলে তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এইভাবে হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধরত সিংহের মতো ভগবান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

নখাঙ্কুরোৎপাটিতহৃৎসরোরুহং
বিসৃজ্য তস্যানুচরানুদায়ুধান্ ।
অহন্ সমস্তান্নখশস্ত্রপাণিভি-
র্দোর্দণ্ডযূথোঽনুপথান্ সহস্রশঃ ॥ ৩১ ॥

নখ-অঙ্কুর—তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা; **উৎপাটিত**—উৎপাটন করে; **হৃৎসরোরুহম্**—পদ্মসদৃশ হৃদয়; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **তস্য**—তার; **অনুচরান্**—অনুচরদের (সৈন্যসামন্ত এবং দেহরক্ষীদের); **উদায়ুধান্**—অস্ত্র উদ্যত করে; **অহন্**—তিনি সংহার করেছিলেন; **সমস্তান্**—সমস্ত; **নখ-শস্ত্র-পাণিভিঃ**—নখ এবং হস্তের অন্যান্য অস্ত্রের দ্বারা; **দোর্দণ্ড-যূথঃ**—অসংখ্য হস্ত সমন্বিত; **অনুপথান্**—হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

বহু হস্ত সমন্বিত ভগবান প্রথমে তাঁর নখাঙ্কুরের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয় উৎপাটনপূর্বক তাকে পরিত্যাগ করে অসুর সৈন্যদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সমস্ত হাজার হাজার অস্ত্রধারী সৈনিকেরা ছিল হিরণ্যকশিপুর অতি বিশ্বস্ত অনুচর, কিন্তু ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর নখাগ্রভাগের দ্বারা তাদের সকলকে সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টির সময় থেকেই দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দেবতা এবং অসুর। দেবতারা সর্বদাই ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, কিন্তু অসুরেরা সর্বদাই নাস্তিক এবং ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে। বর্তমান সময়ে, সারা জগৎ জুড়ে নাস্তিকদের সংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভগবান নেই এবং সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে জড় উপাদানের আকস্মিক সমন্বয়ের ফলে। এইভাবে সারা জগৎ ক্রমশ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে, এবং তার ফলে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তা হলে ভগবান অবশ্যই তার বোঝাপড়া করবেন, ঠিক যেভাবে তিনি হিরণ্যকশিপুর ক্ষেত্রে করেছিলেন। নিমেষের মধ্যে হিরণ্যকশিপু এবং তার অনুচরেরা বিনষ্ট হয়েছিল। তেমনই এই নাস্তিক সভ্যতা ভগবানের অঙ্গুলি হেলনে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অসুরদের তাই সাবধান হওয়া উচিত এবং তাদের ভগবদ্-বিহীন সভ্যতার সমাপ্তি সাধন করা উচিত। তাদের কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়া; তা না হলে তাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হিরণ্যকশিপু যেমন নিমেষের মধ্যে নিহত হয়েছিল, তেমনই এই ঈশ্বরবিহীন সভ্যতাও নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ৩২

সটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্
গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভু-
র্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা বিচুক্রুশুঃ ॥ ৩২ ॥

সটা—ভগবান নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা; **অবধূতাঃ**—কম্পিত; **জলদাঃ**—মেঘ; **পরাপতন্**—বিক্ষিপ্ত হয়েছিল; **গ্রহাঃ**—জ্যোতির্ময় গ্রহগুলি; **চ**—এবং; **তৎ-দৃষ্টি**—তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিমুষ্ট**—অপহৃত; **রোচিষঃ**—জ্যোতি; **অম্ভোধয়ঃ**—সমুদ্রের জল; **শ্বাসহতাঃ**—নৃসিংহদেবের নিঃশ্বাসের দ্বারা আহত হয়ে; **বিচুক্ষুভুঃ**—বিক্ষুব্ধ হয়েছিল; **নির্হ্রাদ-ভীতাঃ**—নৃসিংহদেবের গর্জনে ভীত; **দিগিভাঃ**—দিগ্‌হস্তীগণ; **বিচুক্রুশুঃ**—আর্তনাদ করেছিল।

অনুবাদ

ভগবান নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা মেঘসমূহ কম্পিত এবং বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গ্রহগুলির জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়েছিল, তাঁর নিঃশ্বাসে আহত হয়ে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিল, এবং তাঁর গর্জনে দিগ্‌হস্তীরা ভীত হয়ে আর্তনাদ করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) ভগবান বলেছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সেই সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।" অন্তরীক্ষের গ্রহ-নক্ষত্রের যে জ্যোতি তা

ভগবানেরই জ্যোতির আংশিক প্রকাশ মাত্র। বিভিন্ন জীবের মধ্যে বহু অদ্ভুত গুণাবলী দর্শন করা যায়, কিন্তু যেখানেই কোন অসাধারণ গুণ দর্শন হয় তা ভগবানেরই তেজের অংশ। ভগবান যখন তাঁর বিশেষ রূপে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এবং এই সৃষ্টির অন্যান্য অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় নগণ্য হয়ে যায়। ভগবানের সবিশেষ, সর্বজয়ী, দিব্য গুণাবলীর তুলনায় সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৩

দ্যৌস্তৎসটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা
প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা ।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা
তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে ॥ ৩৩ ॥

দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষ; **তৎ-সটা**—তাঁর জটার দ্বারা; **উৎক্ষিপ্ত**—উৎক্ষিপ্ত; **বিমান-সঙ্কুলা**—বিমানসমূহের দ্বারা পূর্ণ; **প্রোৎসর্পত**—স্থানচ্যুত হয়েছিল; **ক্ষ্মা**—পৃথিবী; **চ**—ও; **পদ-অভিপীড়িতা**—ভগবানের চরণকমলের গুরুভারে পীড়িতা; **শৈলাঃ**—পাহাড়-পর্বতগুলি; **সমুৎপেতুঃ**—উৎপতিত হয়েছিল; **অমুষ্য**—সেই ভগবানের; **রংহসা**—অসহ্য বলের প্রভাবে; **তৎ-তেজসা**—তাঁর জ্যোতির দ্বারা; **খম্**—আকাশ; **ককুভঃ**—দশ-দিক; **ন রেজিরে**—দীপ্তিরহিত হয়েছিল।

অনুবাদ

নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা বিমানসমূহ অন্তরীক্ষে এবং উচ্চলোকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভগবানের চরণ-কমলের গুরুভারে পৃথিবী যেন তাঁর স্ব-স্থান থেকে বিচলিত হয়েছিল, এবং তাঁর অসহ্য বলের প্রভাবে যেন সমস্ত পাহাড়-পর্বতগুলি উৎপতিত হয়েছিল। ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার প্রভাবে আকাশ এবং সমস্ত দিক তাদের স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, বহুকাল পূর্বেও আকাশে বিমান উড়ত। *শ্রীমদ্ভাগবত* বলা হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর আগে, এবং এই শ্লোক থেকে প্রমাণিত

হয় যে, ঊর্ধ্বলোকে এমন কি নিম্নলোকেও অতি উন্নত সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা মূর্খের মতো বলে যে, তিন হাজার বছরের পূর্বে কোন সভ্যতা ছিল না, কিন্তু এই শ্লোকে সেই সমস্ত খামখেয়ালী উক্তি নিরস্ত হয়েছে। বৈদিক সভ্যতা কোটি কোটি বছরের প্রাচীন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময় থেকেই তা রয়েছে, এবং তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র আধুনিক যুগের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, এমন কি তাঁর থেকে অধিক সুযোগ-সুবিধার আয়োজন রয়েছে।

শ্লোক ৩৪

ততঃ সভায়ামুপবিষ্টমুত্তমে
নৃপাসনে সংভৃততেজসং বিভুম্ ।
অলক্ষিতদ্বৈরথমত্যমর্ষণং
প্রচণ্ডবক্ত্রং ন বভাজ কশ্চন ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তারপর; **সভায়াম্**—সভাগৃহে; **উপবিষ্টম্**—উপবেশন করেছিলেন; **উত্তমে**—শ্রেষ্ঠ; **নৃপ-আসনে**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে; **সংভৃত-তেজসম্**—পূর্ণ তেজোময়; **বিভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অলক্ষিত-দ্বৈরথম্**—প্রতিদ্বন্দ্বীহীন; **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষণম্**—তাঁর ক্রোধের ফলে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **প্রচণ্ড**—ভীষণ; **বক্ত্রম্**—মুখ; **ন**—না; **বভাজ**—আরাধনা করেছিলেন; **কশ্চন**—কেউ।

অনুবাদ

পূর্ণ তেজ এবং ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল প্রদর্শন করে ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এবং বীরত্বে ও ঐশ্বর্যে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই দেখে, সভাগৃহে অতি উৎকৃষ্ট রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন। ভয় এবং সম্ভ্রমবশত কেউই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসতে সাহস করেননি।

তাৎপর্য

ভগবান যখন হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তখন কেউই তাঁকে বাধা দিতে আসেনি; কোন শত্রুই হিরণ্যকশিপুর পক্ষ অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেনি। তার অর্থ হচ্ছে অসুরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, হিরণ্যকশিপু যদিও তার চরম শত্রু

বলে ভগবানকে মনে করেছিল, তবুও সে ছিল বৈকুণ্ঠের ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক এবং তাই হিরণ্যকশিপু এত কষ্ট করে যে সিংহাসনটি তৈরি করেছিল তাতে উপবেশন করতে ভগবান একটুও ইতস্তত করেননি। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কখনও কখনও বড় বড় মহাত্মা এবং ঋষিরা বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র সহকারে ভগবানকে মূল্যবান আসন নিবেদন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান সেই সমস্ত সিংহাসনে উপবেশন করেন না। কিন্তু হিরণ্যকশিপু পূর্বে ছিল বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়, এবং যদিও ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে সে অধঃপতিত হয়েছিল এবং আসুরিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং যদিও হিরণ্যকশিপুরূপে সে ভগবানকে কোন কিছু নিবেদন করেনি, তবুও ভগবান এতই ভক্তবৎসল যে, তিনি হিরণ্যকশিপুর সৃষ্ট সিংহাসনে প্রসন্নতাপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে যে, ভগবদ্ভক্ত জীবনের যে কোন অবস্থাতেই সৌভাগ্যবান।

শ্লোক ৩৫

নিশাম্য লোকত্রয়মস্তকজ্বরং
তমাদিদৈত্যং হরিণা হতং মৃধে ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননা মুহুঃ
প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

নিশাম্য—শ্রবণ করে; **লোক-ত্রয়**—ত্রিলোকের; **মস্তক-জ্বরম্**—মাথাব্যথা; **তম্**—তাকে; **আদি**—মূল; **দৈত্যম্**—দৈত্য; **হরিণা**—ভগবান কর্তৃক; **হতম্**—নিহত হয়েছে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **প্রহর্ষ-বেগ**—আনন্দের ফলে; **উৎকলিত-আননাঃ**—প্রফুল্লানন; **মুহুঃ**—বার বার; **প্রসূন-বর্ষৈঃ**—পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা, **ববৃষুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **সুর-স্ত্রিয়ঃ**—দেবপত্নীগণ।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু ত্রিলোকের শিরঃপীড়া সদৃশ ছিল। তাই স্বর্গের দেবপত্নীগণ যখন দেখলেন যে, সেই মহা অসুর ভগবানের হস্তে নিহত হয়েছে, তখন তাঁদের মুখমণ্ডল পরম আনন্দে বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা তখন স্বর্গ থেকে নৃসিংহদেবের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তদা বিমানাবলিভির্নভস্তলং
দিদৃক্ষতাং সঙ্কুলমাস নাকিনাম্ ।
সুরানকা দুন্দুভয়োঽথ জঘ্নিরে
গন্ধর্বমুখ্যা ননৃতুর্জগুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

তদা—তখন; **বিমান-আবলিভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিমানে; **নভস্তলম্**—আকাশে; **দিদৃক্ষতাম্**—দর্শনাভিলাষী হয়ে; **সঙ্কুলম্**—দলবদ্ধ; **আস**—হয়েছিলেন; **নাকিনাম্**—দেবতাদের; **সুর-আনকাঃ**—দেবতাদের ঢাক; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **অথ**—ও; **জঘ্নিরে**—বাদিত হয়েছিল; **গন্ধর্ব-মুখ্যাঃ**—মুখ্য গন্ধর্বগণ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন; **জগুঃ**—গান করেছিলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—অপ্সরাগণ।

অনুবাদ

তখন ভগবান নারায়ণের দর্শনাভিলাষী দেবতাদের বিমানে আকাশ ভরে গিয়েছিল। দেবতারা তাঁদের ঢাক এবং দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছিলেন। মুখ্য গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭-৩৯

তত্রোপব্রজ্য বিবুধা ব্রহ্মেন্দ্রগিরিশাদয়ঃ ।
ঋষয়ঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ॥ ৩৭ ॥
মনবঃ প্রজানাং পতয়ো গন্ধর্বাপ্সরচারণাঃ ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাস্তাত বেতালাঃ সহকিন্নরাঃ ॥ ৩৮ ॥
তে বিষ্ণুপার্ষদাঃ সর্বে সুনন্দকুমুদাদয়ঃ ।
মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটা আসীনং তীব্রতেজসম্ ।
ঈড়িরে নরশার্দুলং নাতিদূরচরাঃ পৃথক্ ॥ ৩৯ ॥

তত্র—সেখানে (আকাশে); **উপব্রজ্য**—(তাঁদের বিমানে করে) এসে; **বিবুধাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **ব্রহ্মা-ইন্দ্র-গিরিশ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রমুখ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **মহা-উরগাঃ**—

মহাসর্পগণ; **মনবঃ**—মনুগণ; **প্রজানাম্**—বিভিন্ন লোকের প্রজাদের; **পতয়ঃ**—প্রধানগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **অপ্সর**—অপ্সরাগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **যক্ষাঃ**—যক্ষগণ; **কিম্পুরুষাঃ**—কিম্পুরুষগণ; **তাত**—হে প্রিয়; **বেতালাঃ**—বেতালগণ; **সহকিন্নরাঃ**—কিন্নরগণ সহ; **তে**—তাঁরা; **বিষ্ণু-পার্ষদাঃ**—বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণ; **সর্বে**—সকলে; **সুনন্দ-কুমুদ-আদয়ঃ**—সুনন্দ, কুমুদ আদি; **মূর্ধ্নি**—তাঁদের মস্তকে; **বদ্ধ-অঞ্জলিপুটাঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **আসীনম্**—সিংহাসনে উপবিষ্ট; **তীব্র-তেজসম্**—তাঁর চিন্ময় জ্যোতি বিকিরণ করে; **ঈড়িরে**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **নর-শার্দুলম্**—নরসিংহরূপী ভগবানকে; **ন অতি-দূরচরাঃ**—নিকটে এসে; **পৃথক্**—একে একে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতাগণ, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মহাসর্প, মনু, প্রজাপতি, অপ্সরা, গন্ধর্ব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর, বেতাল, কিম্পুরুষ, এবং সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ ভগবানের নিকটে এসেছিলেন। উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁদের মস্তকে হাত জোড় করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং স্তব করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীব্রহ্মোবাচ

নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে
বিচিত্রবীর্যায় পবিত্রকর্মণে ।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ
স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে ॥ ৪০ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **নতঃ**—প্রণত; **অস্মি**—আমি হই; **অনন্তায়**—অনন্ত ভগবানকে; **দুরন্ত**—যাঁর অন্ত খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন; **শক্তয়ে**—যিনি বিভিন্ন শক্তি সমন্বিত; **বিচিত্র-বীর্যায়**—নানা প্রকার প্রভাব সমন্বিত; **পবিত্র-কর্মণে**—যার কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া নেই (বিপরীত কর্ম করলেও তিনি সর্বদাই জড় কলুষ থেকে মুক্ত); **বিশ্বস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **সর্গ**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযমান্**—এবং বিনাশ; **গুণৈঃ**—জড় গুণের দ্বারা; **স্ব-লীলয়া**—অনায়াসে; **সন্দধতে**—অনুষ্ঠান করেন; **অব্যয়-আত্মনে**—যিনি স্বয়ং অব্যয়।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বললেন—হে প্রভু, আপনি অনন্ত, এবং আপনার শক্তি অসীম। আপনার পরাক্রম এবং অদ্ভুত প্রভাব কেউই অনুমান করতে পারে না, কারণ আপনার কার্যকলাপ কখনও জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হয় না। জড় গুণের দ্বারা আপনি অনায়াসে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, তবুও আপনি অপরিবর্তনীয় এবং অব্যয়ই থাকেন। আমি তাই আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই অদ্ভুত। যদিও জয় বিজয় ছিলেন তাঁর সেবক এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তবুও তাঁরা শাপগ্রস্ত হয়ে অসুর-শরীর ধারণ করেছিলেন। আবার, সেই অসুর-বংশেই প্রহ্লাদ মহারাজের জন্ম হয়েছিল মহাভাগবতের আচরণ প্রদর্শন করার জন্য, এবং তারপর নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান সেই অসুরকে সংহার করেছিলেন, যিনি ভগবানেরই ইচ্ছায় অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই, ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ কে বুঝতে পারে? ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ বোঝা তো দূরের কথা, তাঁর সেবকের কার্যকলাপও কেউই বুঝতে পারে না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২৩/৩৯) বলা হয়েছে, *তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*—ভগবানের সেবকের কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না। অতএব, ভগবানের কার্যকলাপের আর কি কথা? শ্রীকৃষ্ণ যে কিভাবে সারা জগতের মঙ্গল সাধন করছেন, তা কে বুঝতে পারে? ভগবানকে *দুরন্তশক্তি* বলা হয়েছে, কারণ তাঁর শক্তি এবং কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৪১

শ্রীরুদ্র উবাচ

কোপকালো যুগান্তস্তে হতোঽয়মসুরোঽল্পকঃ ।
তৎসুতং পাহ্যুপসৃতং ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ৪১ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শ্রীরুদ্রদেব তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন; **কোপ-কালঃ**—(ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে) আপনার ক্রোধের উপযুক্ত সময়ে; **যুগ-অন্তঃ**—যুগের অন্তে; **তে**—আপনার দ্বারা; **হতঃ**—নিহত; **অয়ম্**—এই; **অসুরঃ**—মহাদৈত্য; **অল্পকঃ**—অত্যন্ত নগণ্য; **তৎ-সুতম্**—তার পুত্র (প্রহ্লাদ মহারাজ); **পাহি**—রক্ষা করুন;

উপসৃতম্—যে আপনার শরণাগত এবং নিকটেই দণ্ডায়মান; **ভক্তম্**—ভক্ত; **তে**—আপনার; **ভক্ত-বৎসল**—হে ভক্তবৎসল ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীরুদ্রদেব বললেন—যুগের অন্ত হচ্ছে আপনার ক্রোধের সময়। এখন এই নগণ্য অসুর হিরণ্যকশিপু নিহত হয়েছে। হে ভগবান, আপনি স্বভাবতই ভক্তবৎসল, দয়া করে আপনি তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করুন, যে সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত ভক্তরূপে আপনার নিকটেই দণ্ডায়মান।

তাৎপর্য

ভগবান জড় জগতের স্রষ্টা। জড়া প্রকৃতির তিনটি পন্থা হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। যুগান্তে প্রলয়ের সময়ে ভগবান ক্রুদ্ধ হন, এবং এই ক্রুদ্ধ হওয়ার কার্য শিবের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাই তাঁকে বলা হয় রুদ্র। হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার জন্য ভগবান যখন মহা-ক্রোধান্বিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর রূপ দর্শন করে সকলেই অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব ভালভাবেই জানতেন ভগবানের ক্রোধও তাঁর লীলা, এবং তাই তিনি ভীত হননি। রুদ্রদেব জানতেন যে, ভগবানের ক্রোধের ভূমিকা তাঁকে সম্পন্ন করতে হবে। *কাল* শব্দের অর্থ শিব (ভৈরব), এবং *কোপ* শব্দটি ভগবানের ক্রোধকে ইঙ্গিত করে। এই শব্দ দুটি *কোপকাল* রূপে সমন্বিত হয়ে যুগান্তকে ইঙ্গিত করে। ভগবানকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বলে মনে হলেও, তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি সর্বদাই স্নেহপরায়ণ। যেহেতু তিনি *অব্যয়াত্মা*—যেহেতু কখনও তাঁর পতন হয় না—এমন কি ক্রুদ্ধ হলেও ভগবান ভক্তবৎসল। তাই দেবাদিদেব মহাদেব ভগবানকে সর্বতোভাবে শরণাগত মহাভাগবত রূপে ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি স্নেহপরায়ণ পিতার মতো আচরণ করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শ্লোক ৪২

শ্রীইন্দ্র উবাচ

প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা
দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং তদ্‌গৃহং প্রত্যবোধি ।
কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে
মুক্তিস্তেষাং ন হি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র বললেন; **প্রত্যানীতাঃ**—পুনরায় আহরণ করা হয়েছে; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **ত্রায়তা**—ত্রাণকর্তা; **নঃ**—আমাদের; **স্বভাগাঃ**—যজ্ঞের অংশ; **দৈত্য-আক্রান্তম্**—দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে; **হৃদয়-কমলম্**—আমাদের হৃদয়রূপ কমলে; **তৎ-গৃহম্**—যা প্রকৃতপক্ষে আপনার নিবাসস্থল; **প্রত্যবোধি**—আলোকিত হয়েছে; **কাল-গ্রস্তম্**—কাল তাকে গ্রাস করেছে; **কিয়ৎ**—নগণ্য; **ইদম্**—এই (জগৎ); **অহো**—আহা; **নাথ**—হে প্রভু; **শুশ্রূষতাম্**—যারা সর্বদাই আপনার সেবায় যুক্ত; **তে**—আপনার; **মুক্তিঃ**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **তেষাম্**—তাঁদের (শুদ্ধ ভক্তদের); **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বহুমতা**—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে; **নারসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **অপরৈঃ কিম্**—অন্য সম্পদের কি প্রয়োজন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—হে পরমেশ্বর, আপনি আমাদের উদ্ধারকারী রক্ষাকর্তা। আমাদের যজ্ঞভাগ যা প্রকৃতপক্ষে আপনার, তা আপনি দৈত্যের কাছ থেকে পুনরায় আহরণ করেছেন। যেহেতু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিল অত্যন্ত ভয়ানক, তাই আপনার আবাসস্থল আমাদের হৃদয়পদ্ম সে অধিকার করে নিয়েছিল। এখন, আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের হৃদয়ের বিষাদ এবং অন্ধকার দূর হয়েছে। হে ভগবান, যাঁরা সর্বদাই আপনার সেবায় যুক্ত, তাঁদের কাছে সমস্ত জড় ঐশ্বর্য নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ আপনার সেবা মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। তাঁরা মুক্তির বহুমানন করেন না, অতএব কাম, অর্থ, এবং ধর্মের আর কি কথা।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দেবতা এবং অসুর। দেবতারা যদিও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তবুও তাঁরা ভগবানের ভক্ত এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন। হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে কেউই বৈদিক বিধি-নিষেধ পালন করতে পারছিল না। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুতে, হিরণ্যকশিপুর দ্বারা সর্বদা বিচলিত দেবতারা স্বস্তিবোধ করেছিলেন।

যেহেতু কলিযুগের রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি অসুরে পূর্ণ, তাই ভক্তদের জীবন সর্বদাই সঙ্কটাপন্ন থাকে। ভক্তেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন না, এবং তার ফলে তাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞের অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন না। দেবতাদের হৃদয় সর্বদা অসুরদের ভয়ে ভীত থাকে, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারেন না। দেবতাদের কাজ হচ্ছে সর্বদা তাঁদের

হৃদয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করা। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" দেবতারা সিদ্ধ যোগী হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা ভগবানের ধ্যান করেন, কিন্তু তাঁদের হৃদয় অসুরদের উপস্থিতির ফলে আসুরিক কার্যকলাপে পূর্ণ হয়। তার ফলে দেবতাদের হৃদয় যা ভগবানের নিবাসস্থল, তা অসুরদের দ্বারা অধিকৃত হয়। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুতে সমস্ত দেবতারা স্বস্তি অনুভব করেছিল, কারণ তাঁরা তখন অনায়াসে ভগবানের কথা চিন্তা করতে পুনরায় সক্ষম হয়েছিলেন। তখন তাঁরা যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও সুখী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

শ্রীঋষয় ঊচুঃ
ত্বং নস্তপঃ পরমমাত্থ যদাত্মতেজো
যেনেদমাদিপুরুষাত্মগতং সসর্জ্থ ।
তদ্ বিপ্রলুপ্তমমুনাদ্য শরণ্যপাল
রক্ষাগৃহীতবপুষা পুনরন্বমংস্থাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-ঋষয়ঃ ঊচুঃ—মহর্ষিগণ বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **তপঃ**—তপস্যা; **পরমম্**—সর্বোচ্চ; **আত্থ**—উপদেশ দিয়েছেন; **যৎ**—যা; **আত্ম-তেজঃ**—আপনার চিন্ময় শক্তি; **যেন**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই (জড় জগৎ); **আদি-পুরুষ**—হে আদি পুরুষ ভগবান; **আত্মগতম্**—আপনার মধ্যে লীন হয়ে গেছে; **সসর্জ্থ**—(আপনি) সৃষ্টি করেছেন; **তৎ**—সেই তপস্যার পন্থা; **বিপ্রলুপ্তম্**—অপহৃত হয়েছে; **অমুনা**—দৈত্য (হিরণ্যকশিপুর দ্বারা); **অদ্য**—এখন; **শরণ্য-পাল**—হে শরণাগতদের পরম পালক; **রক্ষা-গৃহীত-বপুষা**—রক্ষা করার জন্য আপনার যে শরীর, তাঁর দ্বারা; **পুনঃ**—পুনরায়; **অন্বমংস্থাঃ**—আপনি অনুমোদন করেছেন।

অনুবাদ

সমস্ত ঋষিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—হে ভগবান, হে শরণাগত পালক, হে আদি পুরুষ, পূর্বে আপনি আমাদের যে তপস্যার বিধির উপদেশ

দিয়েছিলেন তা আপনারই চিন্ময় শক্তি। এই তপস্যার দ্বারাই আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, যা আপনার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই অসুরের কার্যকলাপের দ্বারা এই তপস্যা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন, আমাদের রক্ষা করার জন্য এবং এই অসুরকে সংহার করার জন্য নৃসিংহদেব রূপে আপনার আবির্ভাবের ফলে, তপস্যার পন্থা পুনরায় আপনি অনুমোদন করেছেন।

তাৎপর্য

চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে জীব মনুষ্য-জীবনে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুযোগ পায় এবং ক্রমশ দেব, কিন্নর, চারণ আদি উচ্চস্তরের জীবন লাভ করে, যা পরে বর্ণনা করা হবে। মনুষ্য জীবন থেকে শুরু করে উচ্চস্তরের জীবনের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তপস্যা। ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*। জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সংশোধন করার জন্য তপস্যা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু, সাধারণ মানুষ যখন অসুর অথবা আসুরিক শাসনের অধীন হয়, তখন তারা তপস্যার পন্থা ভুলে যায় এবং ক্রমশ তারাও আসুরিক হয়ে যায়। তপস্যা-পরায়ণ ঋষিরা ভগবান নৃসিংহদেবের হস্তে হিরণ্যকশিপুকে নিহত হতে দেখে স্বস্তিবোধ করেছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, মনুষ্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—আত্ম-উপলব্ধির জন্য তপস্যা—ভগবান পুনরায় প্রতিপন্ন করলেন হিরণ্যকশিপুকে বধ করার মাধ্যমে।

শ্লোক ৪৪

শ্রীপিতর ঊচুঃ
শ্রাদ্ধানি নোঽধিবুভুজে প্রসভং তনূজৈ-
র্দত্তানি তীর্থসময়েঽপ্যপিবৎ তিলাম্বু ।
তস্যোদরান্নখবিদীর্ণবপাদ্ য আর্চ্ছৎ
তস্মৈ নমো নৃহরয়েঽখিলধর্মগোপ্ত্রে ॥ ৪৪ ॥

শ্রী-পিতরঃ ঊচুঃ—পিতৃগণ বললেন; **শ্রাদ্ধানি**—শ্রাদ্ধকর্ম (বিশেষ পন্থায় মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদন); **নঃ**—আমাদের; **অধিবুভুজে**—ভোগ করত; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **তনূজৈঃ**—আমাদের পুত্র এবং পৌত্রদের দ্বারা; **দত্তানি**—প্রদত্ত; **তীর্থ-সময়ে**—তীর্থস্থানে স্নান করার সময়; **অপি**—ও; **অপিবৎ**—পান করত; **তিল-অম্বু**—তিল সহ জল নিবেদন; **তস্য**—দৈত্যের; **উদরাৎ**—উদর থেকে; **নখ-বিদীর্ণ**—

নখের দ্বারা বিদীর্ণ; **বপাৎ**—যার অন্ত্রের চামড়া; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **আর্চ্ছৎ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **তস্মৈ**—তাঁকে (ভগবানকে); **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **নৃ-হরয়ে**—যিনি নরহরিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **অখিল**—বিশ্বজনীন; **ধর্ম**—ধর্ম; **গোপ্ত্রে**—যিনি পালন করেন।

অনুবাদ

পিতৃগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—সারা জগতের ধর্মপালক ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যে দৈত্য বলপূর্বক আমাদের পুত্র এবং পৌত্রদের দ্বারা প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড আদি অধিকার করে ভোগ করত, এবং তীর্থস্থানে প্রদত্ত তিলোদক পান করত, সেই হিরণ্যকশিপুকে আপনি সংহার করেছেন। হে ভগবান, সেই দৈত্যের উদর আপনার নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে, আপনি তার উদর থেকে সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু আহরণ করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত গৃহস্থদের কর্তব্য তাদের মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর সময়ে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; কেউই তখন শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদন করতেন না। এইভাবে আসুরিক শাসনে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়, কেউই বৈদিক বিধি অনুসরণ করত না, সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমস্ত সম্পদ আসুরিক সরকার ছিনিয়ে নেয়, সব কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সারা পৃথিবী নরকে পরিণত হয়। নৃসিংহদেবের আবির্ভাবের ফলে যখন অসুরেরা নিহত হয়, তখন সমস্ত লোকের অধিবাসীরাই আশ্বস্ত বোধ করেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীসিদ্ধা ঊচুঃ

যো নো গতিং যোগসিদ্ধামসাধু-
রহার্ষীদ্ যোগতপোবলেন ।
নানাদর্পং তং নখৈর্বিদদার
তস্মৈ তুভ্যং প্রণতাঃ স্মো নৃসিংহ ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-সিদ্ধাঃ উচুঃ—সিদ্ধগণ বললেন; **যঃ**—যিনি; **নঃ**—আমাদের; **গতিম্**—সিদ্ধি; **যোগ-সিদ্ধাম্**—যোগের দ্বারা প্রাপ্ত; **অসাধুঃ**—অত্যন্ত অসৎ এবং অসভ্য; **অহার্ষীৎ**—চুরি করেছিল; **যোগ**—যোগ; **তপঃ**—এবং তপস্যার; **বলেন**—বলপূর্বক; **নানা দর্পম্**—ঐশ্বর্য, সম্পদ এবং বলের গর্ব; **তম্**—তাকে; **নখৈঃ**—নখের দ্বারা; **বিদদার**—বিদীর্ণ; **তস্মৈ**—তাকে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **প্রণতাঃ**—প্রণত; **স্মঃ**—আমরা; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব।

অনুবাদ

সিদ্ধগণ ভগবানের বন্দনা করে বললেন—হে ভগবান নৃসিংহদেব, আমরা, সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ স্বভাবতই অষ্ট যোগসিদ্ধি সমন্বিত। তবুও হিরণ্যকশিপু এতই অসৎ ছিল যে, সে তার বল এবং তপস্যার প্রভাবে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করে নিয়েছিল। তার ফলে সে তার যোগবলের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা সেই দুর্বৃত্ত নিহত হয়েছে, তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতে বহু যোগী রয়েছে যারা এক টুকরো সোনা তৈরি করে তাদের নগণ্য যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করে, কিন্তু সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা যোগের অষ্টসিদ্ধি আপনা থেকেই লাভ করেন, এবং তাই তাঁরা অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁরা বিমান ছাড়াই এক লোক থেকে আর এক লোকে উড়ে যেতে পারেন। একে বলা হয় লঘিমাসিদ্ধি। তাঁরা অত্যন্ত লঘু হয়ে আকাশে উড়তে পারেন। কিন্তু এক প্রকার কঠোর তপস্যার ফলে হিরণ্যকশিপু সিদ্ধলোকের অধিবাসীদের ক্ষমতাও অতিক্রম করে তাঁদের উৎপীড়ন করেছিল। হিরণ্যকশিপুর বলের কাছে সিদ্ধলোকের অধিবাসীরাও পরাস্ত হয়েছিলেন। এখন, ভগবানের হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত হওয়ায় সিদ্ধলোকের অধিবাসীরাও আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীবিদ্যাধরা উচুঃ

বিদ্যাং পৃথঙ্ধারণয়ানুরাদ্ধাং
ন্যষেধদজ্ঞো বলবীর্যদৃপ্তঃ ।
স যেন সংখ্যে পশুবদ্ধতস্তং
মায়ানৃসিংহং প্রণতাঃ স্ম নিত্যম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-বিদ্যাধরাঃ উচুঃ—বিদ্যাধরগণ বললেন; **বিদ্যাম্**—যোগবিদ্যা (যার দ্বারা আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান হওয়া যায়); **পৃথক্**—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে; **ধারণয়া**—বিভিন্ন প্রকার মানসিক ধ্যানের দ্বারা; **অনুরাদ্ধাম্**—প্রাপ্ত; **নষেধৎ**—নিবারণ করেছে; **অজ্ঞঃ**—এই মূর্খ; **বল-বীর্য-দৃপ্তঃ**—দেহের শক্তি এবং সকলকে পরাজিত করার সামর্থ্যের গর্বে গর্বিত; **সঃ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **যেন**—যার দ্বারা; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **পশুবৎ**—পশুর মতো; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **তম্**—তাঁকে; **মায়া-নৃসিংহম্**—যিনি তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে ভগবান নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **প্রণতাঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **নিত্যম্**—নিত্য।

অনুবাদ

বিদ্যাধরগণ প্রার্থনা করে বললেন—আমাদের পৃথক পৃথক ধ্যানের প্রভাবে প্রাপ্ত অন্তর্ধান আদি বিদ্যা, যে মূর্খ হিরণ্যকশিপু তার দেহের বল এবং অন্যদের পরাজিত করার ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে নিষেধ করেছিল, পরমেশ্বর ভগবান সেই অসুরকে একটি পশুর মতো বধ করেছেন। সেই পরম লীলাবিগ্রহ ভগবান নৃসিংহদেবকে আমরা নিত্য প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৭

শ্রীনাগা ঊচুঃ

যেন পাপেন রত্নানি স্ত্রীরত্নানি হৃতানি নঃ ।
তদ্বক্ষঃপাটনেনাসাং দত্তানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-নাগাঃ ঊচুঃ—নাগলোকের সর্পসদৃশ অধিবাসীরা বললেন; **যেন**—যেই ব্যক্তির দ্বারা; **পাপেন**—অত্যন্ত পাপী (হিরণ্যকশিপু); **রত্নানি**—আমাদের মস্তকের রত্নসমূহ; **স্ত্রী-রত্নানি**—সুন্দরী পত্নীগণ; **হৃতানি**—অপহরণ করেছিল; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—তার; **বক্ষঃপাটনেন**—তার বক্ষ বিদীর্ণ করে; **আসাম্**—সমস্ত রমণীদের (যারা অপহৃত হয়েছিল); **দত্ত-আনন্দ**—হে ভগবান, আপনি আনন্দের উৎস; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম; **অস্তু**—হোক; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

নাগগণ বললেন—মহাপাপী হিরণ্যকশিপু আমাদের মস্তকের মণি এবং সুন্দরী স্ত্রীদের অপহরণ করেছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা তার বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার

ফলে, আপনি আমাদের পত্নীদের আনন্দ প্রদান করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যদি কারও ধন-সম্পদ এবং পত্নী বলপূর্বক অপহরণ করে নেওয়া হয়, তা হলে সে শান্তিতে থাকতে পারে না। সমস্ত নাগেরা যারা ভূলোকের নিচে নাগলোকে অবস্থান করে, তাদের ধনসম্পদ এবং পত্নীরা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক অপহৃত হওয়ায়, তারা অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল। এখন হিরণ্যকশিপু নিহত হওয়ায়, তারা তাদের ধন-সম্পদ এবং স্ত্রীরত্ন ফিরে পেয়েছে, এবং তাদের পত্নীরা প্রসন্ন হয়েছে। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুতে আশ্বস্ত হওয়ার ফলে, বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। হিরণ্যকশিপু যেভাবে উৎপাত করেছিল, সেই রকম উৎপাত এখন আসুরিক সরকারগুলির প্রভাবে পৃথিবীর সর্বত্র হচ্ছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগের রাজন্যবর্গ বা সরকারগুলি হবে দস্যুতস্কর সদৃশ। তার ফলে জনসাধারণ একদিকে খাদ্যাভাব এবং অন্যদিকে সরকারের প্রবল করভারে উৎপীড়িত হবে। অর্থাৎ, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের মানুষেরাই হিরণ্যকশিপুর প্রভাবের মতো আসুরিক প্রভাবের দ্বারা উৎপীড়িত হবে।

শ্লোক ৪৮

শ্রীমনব ঊচুঃ

মনবো বয়ং তব নিদেশকারিণো
দিতিজেন দেব পরিভূতসেতবঃ ।
ভবতা খলঃ স উপসংহৃতঃ প্রভো
করবাম তে কিমনুশাধি কিঙ্করান্ ॥ ৪৮ ॥

শ্রী-মনবঃ ঊচুঃ—সমস্ত মনুগণ এই বলে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন; **মনবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের নেতাগণ (বিশেষভাবে যারা মানব-সমাজকে ভগবানের আইন অনুসারে বসবাস করে ভগবানের সুরক্ষায় থাকার জ্ঞান প্রদান করেন); **বয়ম্**—আমরা; **তব**—আপনার; **নিদেশ-কারিণঃ**—আদেশ পালনকারী; **দিতিজেন**—দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপুর দ্বারা; **দেব**—হে ভগবান; **পরিভূত**—অবহেলা করেছিল; **সেতবঃ**—মানব-সমাজের বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় নীতি-নিয়ম; **ভবতা**—আপনার

দ্বারা; **খলঃ**—অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ দুর্বৃত্ত; **সঃ**—সে; **উপসংহৃতঃ**—নিহত হয়েছে; **প্রভো**—হে ভগবান; **করবাম**—করব; **তে**—আপনার; **কিম্**—কি; **অনুশাধি**—দয়া করে আদেশ করুন; **কিঙ্করান্**—আপনার নিত্য দাস।

অনুবাদ

মনুগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—হে ভগবান, আপনার আজ্ঞাকারী দাসরূপে আমরা মনুগণ মানব-সমাজের আইন প্রদান করি। কিন্তু এই মহা অসুর হিরণ্যকশিপুর সাময়িক শ্রেষ্ঠত্বের ফলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার প্রথা বিনষ্ট হয়েছিল। হে ভগবান, এই মহা অসুরকে সংহার করার ফলে এখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্থিতি লাভ করেছি। আমরা আপনার নিত্যদাস। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন এখন আমরা কি করব।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* অনেক স্থানে বর্ণাশ্রম-ধর্মের উল্লেখ করেছেন। তিনি মানুষদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন যাতে সমগ্র মানব-সমাজ চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের নিয়ম পালনপূর্বক শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে। মনুগণ *মনু-সংহিতা* প্রণয়ন করেছেন। *সংহিতা* শব্দটির অর্থ বৈদিক জ্ঞান, এবং *মনু* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এই জ্ঞান প্রদান করেছেন মনু। মনুগণ কখনও কখনও ভগবানের অবতার এবং কখনও কখনও ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট জীব। বহুকাল পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেবকে এই জ্ঞান প্রদান করেন। মনুগণ সাধারণত সূর্যদেবের পুত্র। তাই, অর্জুনের কাছে *ভগবদ্গীতার* মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সময় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ*—"এই জ্ঞান প্রথমে সূর্যদেব বিবস্বানকে দেওয়া হয়েছিল, যিনি তাঁর পুত্র মনুকে তা প্রদান করেন।" মনু যে আইন প্রদান করেছেন তা *মনু-সংহিতা* নামে পরিচিত। তাতে বর্ণ এবং আশ্রমের ভিত্তিতে মানুষদের জীবন-যাপন করার পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি মানব-জীবন যাপনের অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত বিধি, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর মতো আসুরিক শাসন-ব্যবস্থার ফলে, মানব-সমাজ এই সমস্ত আইন ভঙ্গ করে ক্রমশ অধঃপতিত হয়। তার ফলে পৃথিবীর শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। মূল কথা হচ্ছে যে, যদি আমরা মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি এবং শৃঙ্খলা চাই, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদিত *মনু-সংহিতার* বিধি অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে।

শ্লোক ৪৯

শ্রীপ্রজাপতয় ঊচুঃ

প্রজেশা বয়ং তে পরেশাভিসৃষ্টা
ন যেন প্রজা বৈ সৃজামো নিষিদ্ধাঃ ।
স এষ ত্বয়া ভিন্নবক্ষা নু শেতে
জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্তেঽবতারঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রী-প্রজাপতয়ঃ ঊচুঃ—বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টিকারী মহান পুরুষগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন; **প্রজা-ঈশাঃ**—ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রজাপতিগণ, যাঁরা বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—আপনার; **পর-ঈশ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **অভিসৃষ্টাঃ**—জাত; **ন**—না; **যেন**—যার দ্বারা (হিরণ্যকশিপু); **প্রজাঃ**—জীব; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সৃজামঃ**—আমরা সৃষ্টি করি; **নিষিদ্ধাঃ**—নিবারিত হয়ে; **সঃ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **এষঃ**—এই; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভিন্ন-বক্ষাঃ**—যার বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **শেতে**—শয়ন করে; **জগৎ-মঙ্গলম্**—সারা জগতের মঙ্গলের জন্য; **সত্ত্ব-মূর্তে**—শুদ্ধ সত্ত্বগুণের এই দিব্য রূপে; **অবতারঃ**—এই অবতার।

অনুবাদ

প্রজাপতিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—ব্রহ্মা এবং শিবেরও ঈশ্বর হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আদেশ পালন করার জন্য আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নিষেধের ফলে আমরা প্রজা সৃষ্টি করতে পারিনি। এখন সেই অসুর নিহত হয়ে আমাদের সম্মুখে শায়িত। আপনি তার বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। তাই, সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনকারী শুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৫০

শ্রীগন্ধর্বা ঊচুঃ

বয়ং বিভো তে নটনাট্যগায়কা
যেনাত্মসাদ্ বীর্যবলৌজসা কৃতাঃ ।
স এষ নীতো ভবতা দশামিমাং
কিমুৎপথস্থঃ কুশলায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥

শ্রী-গন্ধর্বাঃ ঊচুঃ—গন্ধর্বগণ (যারা সাধারণত স্বর্গলোকের গায়ক) বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **বিভো**—হে ভগবান; **তে**—আপনার; **নট-নাট্য-গায়কাঃ**—নাটকের নর্তক এবং গায়ক; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **আত্মসাৎ**—পরাধীন; **বীর্য**—তাঁর পরাক্রম; **বল**—এবং দৈহিক শক্তি; **ওজসা**—প্রভাবের দ্বারা; **কৃতাঃ**—কৃত (নীত); **সঃ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **এষঃ**—এই; **নীতঃ**—আনীত; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **দশাম্ ইমাম্**—এই অবস্থায়; **কিম্**—কি; **উৎপথস্থঃ**—কুপথগামী; **কুশলায়**—মঙ্গলের জন্য; **কল্পতে**—সমর্থ।

অনুবাদ

গন্ধর্বেরা প্রার্থনা করলেন—হে ভগবান, আমরা নাট্য অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীতের দ্বারা আপনার সেবা করি, কিন্তু এই হিরণ্যকশিপু তার বল এবং বীর্যের দ্বারা আমাদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল। এখন সে আপনার দ্বারা এই অধম দশা প্রাপ্ত হয়েছে। তার মতো কুপথগামীর কার্যকলাপের দ্বারা কি লাভ হতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবানের অত্যন্ত অনুগত সেবক হওয়ার ফলে অসীম বল, বীর্য এবং তেজ লাভ করা যায়, কিন্তু উৎপথগামী অসুরদের চরমে হিরণ্যকশিপুর মতো পতন হয়। হিরণ্যকশিপুর মতো ব্যক্তিরা কিছু সময়ের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু ভগবানের অনুগত সেবকেরা দেবতাদের মতো সর্বদাই শক্তিশালী থাকেন। তাঁরা ভগবানের কৃপায় হিরণ্যকশিপুর প্রভাব অতিক্রম করে বিজয়ী হন।

শ্লোক ৫১

শ্রীচারণা ঊচুঃ

হরে তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ভবাপবর্গমাশ্রিতাঃ ।
যদেষ সাধুহৃচ্ছয়স্ত্বয়াসুরঃ সমাপিতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রী-চারণাঃ ঊচুঃ—চারণগণ বললেন; **হরে**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **ভব-অপবর্গম্**—জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র আশ্রয়; **আশ্রিতাঃ**—শরণাগত; **যৎ**—যেহেতু; **এষঃ**—এই; **সাধু-হৃৎ-শয়ঃ**—সমস্ত সাধু ব্যক্তিদের হৃদয়ে ভয় উৎপাদনকারী; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অসুরঃ**—অসুর (হিরণ্যকশিপু); **সমাপিতঃ**—সমাপ্ত।

অনুবাদ

চারণলোকের অধিবাসীগণ বললেন—হে ভগবান, সাধুদের হৃদয়ে ভয়ের উৎপাদনকারী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে যেহেতু আপনি সংহার করেছেন, তাই আমরা এখন আশ্বস্ত হয়েছি। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করছি, যা বদ্ধ জীবদের জড় কলুষ থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

সাধু ভক্তদের চিত্তে উপদ্রব সৃষ্টিকারী অসুরদের বধ করার জন্য নরহরি বা নৃসিংহদেব রূপে ভগবান সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করতে ভক্তদের বহু বিপদ এবং প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ বিশ্বস্ত সেবকের জানা উচিত যে, ভগবান নৃসিংহদেব সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করবেন।

শ্লোক ৫২

শ্রীযক্ষা ঊচুঃ
বয়মনুচরমুখ্যাঃ কর্মভিস্তে মনোজ্ঞে-
স্ত ইহ দিতিসুতেন প্রাপিতা বাহকত্বম্ ।
স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে
নরহর উপনীতঃ পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ ॥ ৫২ ॥

শ্রী-যক্ষাঃ ঊচুঃ—যক্ষগণ প্রার্থনা করে বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **অনুচর-মুখ্যাঃ**—আপনার মুখ্য সেবক; **কর্মভিঃ**—সেবার দ্বারা; **তে**—আপনাকে; **মনোজ্ঞৈঃ**—অত্যন্ত মনোহর; **তে**—তারা; **ইহ**—এখন; **দিতি-সুতেন**—দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর দ্বারা; **প্রাপিতাঃ**—বলপূর্বক নিযুক্ত হয়েছিলাম; **বাহকত্বম্**—শিবিকা-বাহক; **সঃ**—সে; **তু**—কিন্তু; **জন-পরিতাপম্**—সকলের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; **তৎ-কৃতম্**—তার দ্বারা অনুষ্ঠিত; **জানতা**—জেনে; **তে**—আপনার দ্বারা; **নরহর**—সেই নৃসিংহরূপী ভগবান; **উপনীতঃ**—প্রাপ্ত; **পঞ্চতাম্**—মৃত্যু; **পঞ্চবিংশ**—হে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (চতুর্বিংশতি তত্ত্বের নিয়ন্তা)।

অনুবাদ

যক্ষগণ প্রার্থনা করে বললেন—হে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের নিয়ন্তা, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমরা আপনার সেবা করি বলে আমাদের আপনার শ্রেষ্ঠ সেবক

বলে মনে করা হয়, তবুও দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর আদেশে আমরা তার শিবিকা-বাহকের কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলাম। হে নৃসিংহদেব, এই অসুর যে কিভাবে সকলকে কষ্ট দিয়েছিল তা আপনি জানেন, কিন্তু এখন আপনি তাকে সংহার করেছেন এবং তার শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবান দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আত্মার নিয়ামক। তাই তাঁকে *পঞ্চবিংশ* বলে সম্বোধন করা হয়। যক্ষদের ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক বলে মনে করা হয়, কিন্তু হিরণ্যকশিপু তাঁদের তার শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করেছিল। হিরণ্যকশিপুর প্রভাবে সারা ব্রহ্মাণ্ড সন্তপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন হিরণ্যকশিপুর দেহ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চভূতে মিশে যাওয়ার ফলে সকলেই স্বস্তি অনুভব করেছিল। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর ফলে যক্ষেরা আবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে তাঁরা ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

শ্রীকিম্পুরুষা ঊচুঃ

বয়ং কিম্পুরুষাস্ত্বং তু মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ।
অয়ং কুপুরুষো নষ্টো ধিক্কৃতঃ সাধুভির্যদা ॥ ৫৩ ॥

শ্রী-কিম্পুরুষাঃ ঊচুঃ—কিম্পুরুষেরা বলেছিলেন; **বয়ম্**—আমরা; **কিম্পুরুষাঃ**—কিম্পুরুষলোকের অধিবাসীগণ অথবা নিতান্ত নগণ্য জীবগণ; **ত্বম্**—আপনার; **তু**—কিন্তু; **মহা-পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অয়ম্**—এই; **কু-পুরুষঃ**—অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি, হিরণ্যকশিপু; **নষ্টঃ**—নিহত; **ধিক্-কৃতঃ**—তিরস্কৃত হয়ে; **সাধুভিঃ**—সাধুদের দ্বারা; **যদা**—যখন।

অনুবাদ

কিম্পুরুষেরা বললেন—আমরা অত্যন্ত নগণ্য জীব, এবং আপনি পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা। সুতরাং আমরা কিভাবে আপনার স্তব করব? যখন ভক্তেরা এই অসুরের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে ধিক্কার করেছিল, তখনই আপনার দ্বারা তার মৃত্যু হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭-৮) এই পৃথিবীতে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করে ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" ভগবান দুইটি কার্য সম্পাদন করার জন্য অবতরণ করেন—অসুরদের সংহার এবং ভক্তদের রক্ষা। ভক্তেরা যখন অসুরদের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হন, তখন ভগবান ভক্তদের রক্ষা করার জন্য বিবিধ অবতারে প্রকট হন। প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অভক্তদের আসুরিক কার্যকলাপে ভক্তদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, আসুরিক কার্যকলাপ যে তাঁদের ভগবদ্ভক্তি প্রতিহত করতে পারবে না, সেই সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে ভগবানের ঐকান্তিক সেবকরূপে আদর্শে অবিচলিত থাকা উচিত।

শ্লোক ৫৪

শ্রীবৈতালিকা ঊচুঃ
সভাসু সত্রেষু তবামলং যশো
গীত্বা সপর্যাং মহতীং লভামহে ।
যস্তামনৈষীদ্ বশমেষ দুর্জনো
দ্বিষ্ট্যা হতস্তে ভগবন্ যথাময়ঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-বৈতালিকাঃ ঊচুঃ—বৈতালিকগণ বললেন; **সভাসু**—মহতী সভায়; **সত্রেষু**—যজ্ঞস্থলে; **তবঃ**—আপনার; **অমলম্**—জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **যশঃ**—যশ; **গীত্বা**—গান করে; **সপর্যাম্**—সম্মানিত পদ; **মহতীম্**—মহান; **লভামহে**—আমরা লাভ করেছি; **যঃ**—যে; **তাম্**—সেই (সম্মানীয় পদ);

অনৈষীৎ—করেছিল; **বশম্**—তার নিয়ন্ত্রণাধীন; **এষঃ**—এই; **দুর্জনঃ**—দুষ্ট ব্যক্তি; **দ্বিষ্ট্যা**—মহা সৌভাগ্যের ফলে; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **তে**—আপনার দ্বারা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **যথা**—ঠিক যেমন; **আময়ঃ**—রোগ।

অনুবাদ

বৈতালিকগণ বললেন—হে ভগবান, মহতী সভায় এবং যজ্ঞস্থলে আপনার নির্মল যশ গান করি বলে সকলের কাছে আমরা মহতী পূজা প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই দৈত্য আমাদের সেই পূজা তার আয়ত্ত করে নিয়েছিল। এখন আমাদের মহা সৌভাগ্যের ফলে রোগের মতো সেই দুর্জনকে আপনি বধ করেছেন।

শ্লোক ৫৫

শ্রীকিন্নরা ঊচুঃ

বয়মীশ কিন্নরগণাস্তবানুগা
দিতিজেন বিষ্টিমমুনানুকারিতাঃ ।
ভবতা হরে স বৃজিনোঽবসাদিতো
নরসিংহ নাথ বিভবায় নো ভব ॥ ৫৫ ॥

শ্রী-কিন্নরাঃ ঊচুঃ—কিন্নরগণ বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিন্নরগণাঃ**—কিন্নরগণ; **তব**—আপনার; **অনুগাঃ**—বিশ্বস্ত সেবকগণ; **দিতিজেন**—দিতির পুত্রের দ্বারা; **বিষ্টিম্**—বিনা পারিশ্রমিকে সেবা; **অমুনা**—তার দ্বারা; **অনুকারিতাঃ**—অনুষ্ঠান করাত; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **হরে**—হে ভগবান; **সঃ**—সে; **বৃজিনঃ**—মহাপাপী; **অবসাদিতঃ**—বিনষ্ট; **নরসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **নাথ**—হে প্রভু; **বিভবায়**—সুখ এবং ঐশ্বর্যের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **ভব**—হোন।

অনুবাদ

কিন্নরগণ বললেন—হে পরম ঈশ্বর, আমরা আপনার নিত্যদাস, কিন্তু আপনার সেবা করার পরিবর্তে আমরা বিনা পারিশ্রমিকে এই অসুরের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। এই মহাপাপী এখন আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে। তাই, হে ভগবান নৃসিংহদেব, হে প্রভু, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি আমাদের সংরক্ষক হোন।

শ্লোক ৫৬

শ্রীবিষ্ণুপার্ষদা ঊচুঃ
অদ্যৈতদ্ধরিনররূপমদ্ভুতং তে
দৃষ্টং নঃ শরণদ সর্বলোকশর্ম ।
সোহয়ং তে বিধিকর ঈশ বিপ্রশপ্ত-
স্তস্যেদং নিধনমনুগ্রহায় বিদ্মঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রী-বিষ্ণু-পার্ষদাঃ ঊচুঃ—বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদেরা বললেন; **অদ্য**—আজ; **এতৎ**—এই; **হরি-নর**—অর্ধ সিংহ এবং অর্ধ নর; **রূপম্**—রূপী; **অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **তে**—আপনার; **দৃষ্টম্**—দর্শন করে; **নঃ**—আমাদের; **শরণদ**—সর্বদা আশ্রয় প্রদানকারী; **সর্ব-লোক-শর্ম**—যা সমস্ত গ্রহলোকে সৌভাগ্য আনয়ন করে; **সঃ**—সে; **অয়ম্**—এই; **তে**—আপনার; **বিধিকরঃ**—আজ্ঞাপালক (দাস); **ঈশ**—হে প্রভু; **বিপ্র-শপ্তঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে; **তস্য**—তার; **ইদম্**—এই; **নিধনম্**—বধ; **অনুগ্রহায়**—বিশেষ অনুগ্রহের জন্য; **বিদ্মঃ**—আমরা বুঝতে পারি।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের বিষ্ণুপার্ষদেরা ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—আমাদের পরম আশ্রয় প্রদানকারী হে ভগবান, আজ আমরা সমস্ত জগতের মঙ্গল প্রদানকারী আপনার এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপ দর্শন করলাম। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই হিরণ্যকশিপু আপনারই সেবক জয়, যে ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে অসুর-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি যে, তাকে বধ করে আপনি তার প্রতি আপনার বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতে হিরণ্যকশিপুর আবির্ভাব এবং ভগবানের শত্রুরূপে তার আচরণ ছিল পূর্বনির্ধারিত। জয় এবং বিজয়কে ব্রাহ্মণ সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন অভিশাপ দিয়েছিলেন, কারণ জয় এবং বিজয় এই চার কুমারদের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন। ভগবান তাঁর সেবকদের প্রতি এই অভিশাপ মেনে নিয়েছিলেন, এবং জড় জগতে তাঁদের সেই অভিশাপের মেয়াদ শেষ হলে, তাঁরা আবার বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে আসবেন বলে সম্মত হয়েছিলেন। জয় এবং বিজয় তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে,

তাঁরা যেন তাঁর প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করেন, তা হলে তাঁরা তিন জন্মের পর তাঁর কাছে ফিরে আসবেন; অন্যথায় তাঁদের সাত জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এই আদেশ অনুসারে জয় এবং বিজয় ভগবানের শত্রুর মতো আচরণ করেছিলেন, এবং এখন তাঁদের দুজনের মৃত্যু হওয়ায় বিষ্ণুদূতেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ভগবান তার প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।